কম্পিউটারের নিরাপত্তা

কম্পিউটারের নিরাপত্তার বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্রাউজ এবং ই-মেইলে ফাইলসমূহ ও তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানের ফলে অনেক সময় আপনার কম্পিউটার নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে। এ সকল ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং সে অনুসারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। এ ধরনের কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ভাইরাস স্ক্যানার কাজ করছে কি?

আপনার ভাইরাস স্ক্যানার কাজ করছে কি না জানতে চান? তাহলে এখনই নিচের লেখাটি

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

নোটপ্যাডে লিখুন। অথবা এই পোস্ট থেকে কপি করে নোটপ্যাডে পেস্ট করুন। তার পর EICAR.COM নামে সেভ করুন। দেখুন তো আপনার এন্টিভাইরাস কোন প্রতিক্রিয়া করে কি না? যদি করে, তাহলে তো বুঝতেই পারছেন আপনার এন্টিভাইরাস ভাল কাজ করছে, আর যদি কোনরকম প্রতিক্রিয়া না দেখায় তাহলে বুঝবেন,

এই স্ক্যানার আপনাকে মোটেও নিরাপত্তা দিতে পারছে না।

ই-মেইলে সংযুক্ত ফাইলসমূহের ব্যাপারে সতর্ক থাকা

কখনো ই-মেইলের মাধ্যমে ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের ই-মেইলে সাধারণত সংযুক্ত ফাইল যেমন W32.Beagle, W32.Netsky, MyDoom ইত্যাদি থাকতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে ম্যাক্রো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে মাইক্রোসফট্ ওয়ার্ড কিংবা মাইক্রোসফট্ এক্সেল প্রোগ্রামে। আবার অনেক সময় এর মাধ্যমে কম্পিউটার অতিরিক্ত নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এই ফাইলসমূহের ব্যাপারে সতর্কতা Aej¤^b করা উচিত। এই ই-মেইল ওপেন না করে কম্পিউটার থেকে মুছে ফেলতে হবে। তবে আর একটি সতর্কতা হচ্ছে অপরিচিত ই-মেইল না পড়ে মুছে ফেলা যুক্তিসঙ্গত। .scr, .pif, **.exe, .pps, .zip, .vbs, .bat, .com, .asp, .doc, .xls** ইত্যাদি এক্সটেনশনযুক্ত ফাইল ব্যাপারে সতর্ক থাকাটা ভাল।

ভুয়া নিরাপত্তা সংক্রান্ত সতর্কীকরণ ম্যাসেজ

ওয়েবসাইট ব্রাউজ করছেন, এমন সময় সতর্কীকরণ নোটিশ আসলো আপনার পিসি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে। কম্পিউটারকে ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখতে Yes ক্লিক করুন এমন নির্দেশনা পেলেন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলেন তো বিপদে পড়লেন। কাজেই এ ধরনের নির্দেশনা কার্যকর করা থেকে বিরত থাকুন।

ফ্রি সফট্ওয়্যার

অনেক সময় আপনাকে কম্পিউটারকে সুরক্ষিত রাখতে ফ্রি এন্টিভাইরাস সফট্ওয়্যার ইনস্টল করার জন্য অপশন

T@NB!R 01738359555

আসে। ভাবলেন একটি ভাল সুযোগ পেলেন। কিন্তু সফট্ওয়্যারটি ইনস্টল করার পর কম্পিউটারে ভাইরাস স্ক্যান করতে গিয়ে বুঝলেন ব্যাপারটা আসলে সহজ নয়। এই ফ্রি সফট্ওয়্যারে বলা যায়, অনেক অপশনই নেই। দেখলেন, সম্পূর্ণ সংস্করণ কিনলে কেবলমাত্র আপনার কম্পিউটার সুরক্ষিত হবে। এক্ষেত্রে এ ধরনের ফ্রি এন্টিভাইরাস সফট্ওয়্যার ইনস্টল থেকে বিরত থাকুন।

পর্ণোসাইটে প্রবেশ থেকে বিরত থাকা

পর্ণোসাইটের মাধ্যমে কম্পিউটার হ্যাকাররা ওৎ পেতে থাকে। যে কোনো সময় আপনার কম্পিউটারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। এ ধরনের ওয়েব সাইটে প্রবেশ করলে আপনার পিসিতে স্পাইওয়্যার কিংবা ভাইরাস আক্রান্ত হবার সম্ভবনা খুবই বেশি।

উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল

হার্ডওয়্যারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ফায়ারওয়াল। এটি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের নেটওয়ার্কে আইপি এড্রেসের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারে অনাকাঙ্খিত আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করার সক্ষমতা দেয়। একারণে আপনার পিসিতে উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালকে এনাবল বা কার্যকর করুন। ডেস্কটপ হতে My Network Places নির্বাচন করার পর রাইট ক্লিক করে Property অপশনে ক্লিক করুন। এবার যে উইন্ডোটি প্রদর্শিত হয় তার বাম পার্শ্বে Change Windows Firewall আইকনে ক্লিক করুন। এখানে ON অপশনে ক্লিক করে ফায়ারওয়াল কার্যকর করুন।

কার্যকর এন্টিভাইরাস ব্যবহার করা

আপনার পিসিতে কার্যকর হয় এমন এন্ট্রিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করুন।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
আপনার পিসিকে ধীরগতি সম্পন্ন করে এমন লাইসেন্স করা এন্টিভাইরাস ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। আবার ফ্রি হলেও কিছু কিছু এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম অনেক ভাল কাজ করে সেরকম এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করা বরং বুদ্ধিমানের।

উইন্ডোজ এক্সপি এবার সেফ মোডে

কখনো কখনো উইন্ডোজ এক্সপি ট্রাবলশুটিং করতে গেলে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সেফ মোডে নিতে হয়। সাধারণত বুট প্রক্রিয়া চলাকালে F8 চাপলে সেফ মোডে যাওয়া যায়, তবে তা অনেকক্ষেত্রে জটিল হতে পারে। এক্ষেত্রে সিস্টেম কনফিগারেশন ইউটিলিটি ব্যবহার করে আপনার ব্যবহৃত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সেফ মোডে নিতে পারেন। এবার সেফ মোডে নেওয়ার জন্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করুনঃ

১) Start বাটনে ক্লিক করুন।
২) এরপর Run অপশনে গিয়ে msconfig লিখে এন্টার চাপুন। এরপর Service ট্যাবে ক্লিক করুন এবং Automatic Updates, Security দুটি ইভেন্টে ক্লিক করার মাধ্যমে অকার্যকর করুন।
৩) এখানে BOOT.INI ট্যাবে ক্লিক করুন। এরপর বুট অপশনের অধীনে /SAFEBOOT চেকবক্স নির্বাচন করে OK বাটনে ক্লিক করুন।
৪) এই পর্যায়ে RESTART বাটনে ক্লিক করুন এবং আপনার পিসি বন্ধ হয়ে পুনরায় চালু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

ফলে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সেফ মোডে চলে আসে। আবার নির্দিষ্ট ট্রাবলশুটিং সম্পন্ন হলে একইভাবে আপনার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম নরমাল মোডে নিয়ে আসা যায়।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

সিস্টেম ও গোপন ফাইল/ ফোল্ডার সমূহ লুকিয়ে রাখা

কিভাবে উইন্ডোজের সিস্টেম ও গোপন ফাইল/ ফোল্ডার সমূহ লুকিয়ে রাখা যাবে? অনেক সময় সাধারণ ব্যবহারকারীগণ সিস্টেম ফাইল সম্পর্কে তেমন জ্ঞান রাখেন না। অন্য ডকুমেন্ট ও ফাইলের মতো এইসব ফাইলকে ভুলবশত মুছে ফেলতে পারেন। এছাড়া কিছু গোপন ফাইল ও ফোল্ডারসমূহ থাকতে পারে যা অন্য ব্যবহারকারী নজরে না আসাটাই শ্রেয়। এ ধরনের ফাইল ও ফোল্ডারসমূহ লুকায়িত রাখতে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করুনঃ

১) উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ওপেন করুন। এরপর Toos মেনু হতে Folder Options নির্বাচন করুন।

২) এবার View ট্যাবে ক্লিক করুন। এরপর Do not show hidden files and folders রেডিও বাটন নির্বাচন করুন।

৩) তারপর OK বাটনে ক্লিক করুন। ফলে উইন্ডোজের সিস্টেম ও গোপন ফাইল/ ফোল্ডারসমূহ দেখা যায় না। অর্থাৎ এই ফাইল ও ফোল্ডারসমূহ লুকায়িত অবস্থায় বিরাজ করে।

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//

E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com

Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)

Email:tanbir_cox@yahoo.com

web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
Web Site :: http://tanbir.99k.org

আপনার উইন্ডোস কম্পিউটার বার বার “হ্যাং” হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি চান? (ছোট্ট একটি টিপস এর মাধ্যমে খুব সহজেই মুক্তি পেথে পারেন!!)

অনেক সময় এমন হয় আপনি কম্পিউটারে কাজ করছেন দেখা গেল হঠাৎ করে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম’টি থেমে গেছে কাজ করছে না। যাকে বলা হয় হ্যাং হয়ে যাওয়া। ম্যাসেজ দেখায় Not Responding তারপর আর কোন উপায় থাকে না বাধ্যতামূলক হ্যাং হওয়া প্রোগ্রামটি বন্ধ করতেই হবে

এটা সবার কাছেই চরম বিরক্তিকর। আজই মুক্তি নিন এই বিরক্তকর জামেলা থেকে!!

এর জন্য প্রথমে আপনাকে Start > থেকে> Run থেকে regedit লিখে Enter চাপুন।

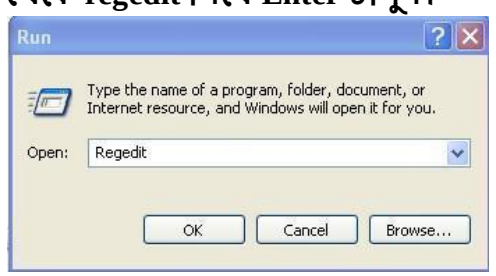

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

এর পর আপনি HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop এ যান

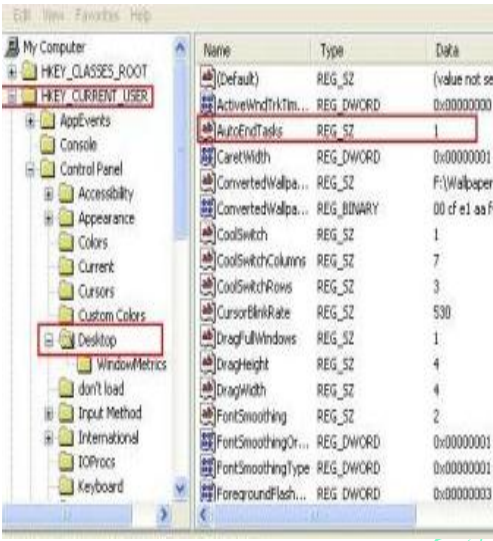

এবার ডানপার্শ্বের AutoEndTask অপশনে ডাবল ক্লিক করুন এবং এখানে Value data হিসাবে 0-এর পরিবর্তে 1 লিখুন। OK দিয়ে বের হয়ে আসেন।

ব্যাস হয়ে গেল... এখন আসাকরি আর হ্যাং হবে না আপনার কম্পিউটার....

কোনপ্রকার সফটওয়্যার ছাড়াই আপনার উইনডোজ কম্পিউটারকে সিকিউরিটি দিয়ে দিন সকল ড্রাইভ, ফোল্ডার এবং ফাইলকে

আমাদের যাদের বাড়িতে কম্পিউটার আছে তাদের কম্পিউটারে সাধারনত এক এর অধীক ব্যবহারকারী ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে কম্পিউটারে একাধিক ইউজার একাউন্ট করা থাকে। আপনার কম্পিউটারে আপনিই হয়ত এডমিন্সট্রেটর হয়ে আছেন আর একটি বা দুটি যে ইউজার একাউন্ট আছে সেগুলো এডমিন্সট্রেটর হয়ে

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

থাকলে আপনি সেগুলোকে সাধারন লিমিটেড ইউজার করে দিন।
এই কাজ আপনি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে কিম্বা My Computer–; Manage–; Local User and Group থেকে করে দিতে পারেন। আর একটি কথা একাধিক এডমিন্সট্রেটর মানেই আপনার কম্পিউটারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একাধিক জনের কাছে। এবার আসি আসল কথায়…
কোনরকম অতিরিক্ত সফটওয়্যার ছাড়াই আপনি ইচ্ছা করলেই আপনার সকল ড্রাইভ, ফোল্ডার এবং ফাইলে সিকিউরিটি দিতে পারেন। এজন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো প্রথমে আপনি আপনার কম্পিউটারের যে ড্রাইভে সিকিউরিটি দিতে চান সেই ড্রাইভকে NTFS (New Technology File System যা Fat32 এর চেয়ে অনেক গুন উন্নত ফাইল সিস্টেম) করে নিতে হবে। এই কাজটি আপনি ড্রাইভ ফরম্যাট করে করতে পারেন। কিন্তু এতে করে আপনার কম্পিউটারের ঐ ড্রাইভের সকল ডাটা মুছে যাবে। তাই আমরা ফরম্যাট না করে DOS ব্যবহার করে এই কাজটি করতে পারি। এজন্য DOS Open (Dos open করতে Start এ ক্লিক করে Run এ ক্লিক করুন এবং টাইপ করুন CMD এরপর এন্টার দিন) করে সেখানে কমান্ড দিন। এবার এই কমান্ড দিন Convert D:/FS:NTFS এন্টার। (Drive letter D এর স্থলে আপনি যে ড্রাইভ NTFS করতে চান তার নাম লিখে এন্টার দিন। আপনার ড্রাইভে যদি কোন Drive Label দেওয়া থাকে তবে তা টাইপ করে দিতে হবে। এবার একটু অপেক্ষা করুন কোনরকম ডাটা মুছে না গিয়েই আপনার ড্রাইভটি এনটিএফএস হয়ে যাবে। উল্লেখ্য Fat32 ফাইল সিস্টেমে এই কাজটি হবে না।
এবার আমরা সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। NTFS করা ড্রাইভের যেকোন ফোল্ডার, ফাইল এমন কি ঐ ড্রাইভেও আপনি ইচ্ছা করলেই সকিউরিটি দিতে

T@NB!R 01738359555

পারেন। প্রথমে আপনি দেখে নিন আপনার কম্পিউটারের ফোল্ডার অপসন্স থেকে Use Simple file sharing(Recommended) থেকে টিক চিহ্ন তুলে দেওয়া আছে কি না? তুলে দেওয়া না থাকলে টিক চিহ্ন তুলে দিন।

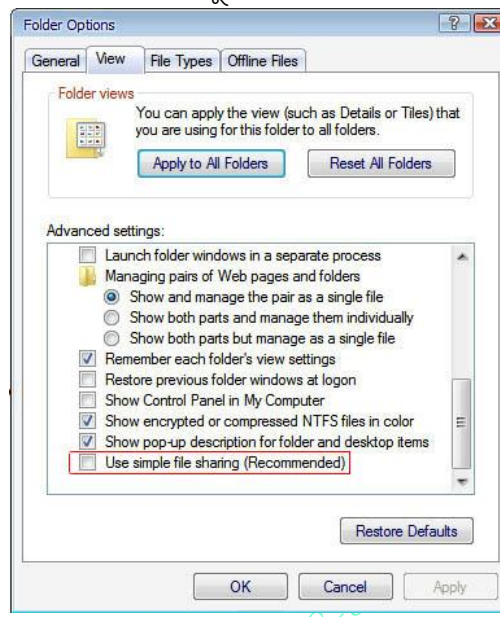

এবার আপনি এনটিএফএস করা ড্রাইভের যেকোন ড্রাইভ, ফোল্ডার বা ফাইলের উপর রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিসে গেলে আপনি Security নামে নতুন একটি ট্যাব পাবনে এখানে ক্লিক করুন। এখানে Security সংক্রান্ত ৭ টি অপসন্স পাবেন আর আপনি যে ফাইল, ফোল্ডার বা ড্রাইভের প্রপার্টিসে প্রবেশ করেছেন সেটা কার কার দেখার অনুমতি আছে তার একটি লিস্ট আপনি পাবেন।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

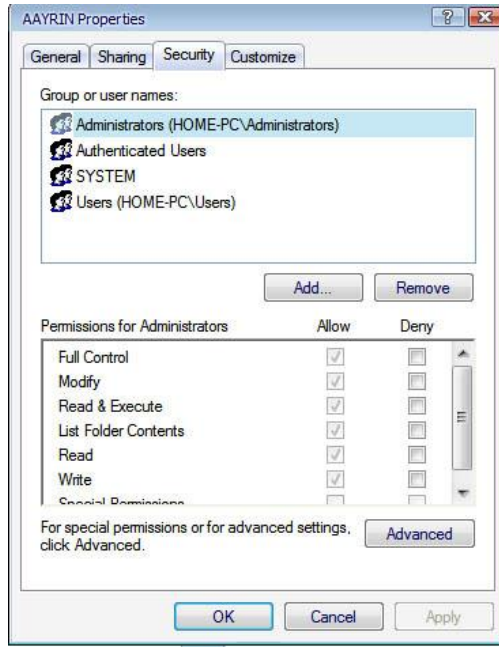

এখানে Add এবং Remove নামক ২টি বাটন আছে। এই দুটি বাটন ব্যবহার করে আপনি যাদেরকে এই অবজেক্টটি (ড্রাইভ, ফোল্ডার বা ফাইল) দেখতে দিতে চান তাদেরকে লিস্টে রাখুন আর যাদেরকে এর ভেতর ঢোকা থেকে বিরত রাখতে চান তাদেরকে রিমুভ করে দিন। আপনি যদি কোন নিজেস্ব ফাইল বা ফোল্ডারে সিকিউরিটি দিতে চান যেটা আপনার ইউজার একাউন্ট ছাড়া আর কেউ এ্যাকসেস করতে পারবে না তাহলে আপনি প্রথমে লিস্ট থেকে সকল ইউজার এর নাম এবং গ্রুপকে রিমুভ করে দিন। যদি কোন ইউজার গ্রুপ বা ইউজার নেম রিমুভ না হয় বা পারমিশন হিডেন হয়ে থাকে তাহলে আপনি Advanced এ ক্লিক করুন এবং Inherit from parent….. টিক চিহ্নটি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করুন দেখবেন রিমুভ লেখা এসেছে এখান থেকে রিমুভ করুন দেখবেন সব ইউজার গ্রুপ এবং ইউজার নেম রিমুভ হবে।

T@NB!R 01738359555

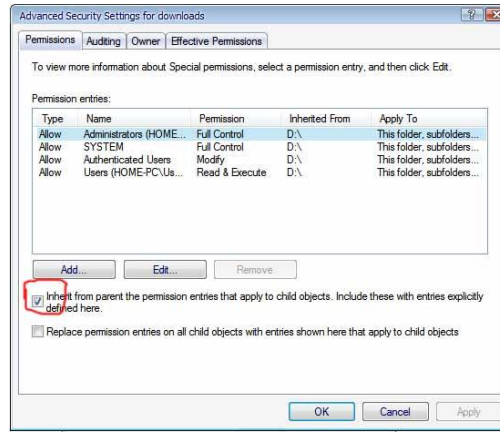

এবার আপনার কাঙ্খিত ইউজার নেম আপনি এ্যাড করে দিন Add বাটনের মাধ্যমে। প্রথমে Add–> Advanced –> Find Now এ ক্লিক করুন। এবার আপনি লোকাল ইউজার গ্রুপ এবং ইউজার নেমের একটি তালিকা পাবেন সেখান থেকে আপনার ইউজার নেমটি সিলেক্ট করে OK—>OK করে বের হয়ে আসুন।

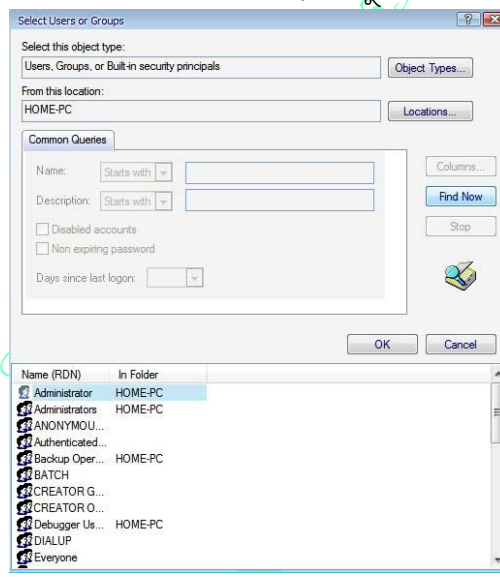

এবার আপনাকে দেখাবে আপনি এই ইউজারের জন্য কতটুকু পারমিশন দিতে চান, যদি ফুল কন্ট্রোল দিতে চান তাহলে ফুল কন্ট্রোলে ক্লিক করে OK করে বের হয়ে আসুন। এবার দেখুন আপনার ইউজার থকে এই অবজেক্টটির ভেতর আপনি ঢুকতে পারবেন এবং এর ভেতরে রাখা ফাইলের উপর আপনি সব কিছু করতে পারবেন। কিন্তু লগ অফ করে অন্য ইউজার একাউন্ট দিয়ে কম্পিউটারে ঢুকে

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555

দেখুন সিকিউরিটি দেওয়া ঐ ফোল্ডারে আপনি ঢুকতে পারেন কিনা।
এভাবে আপনি ইচ্ছা করলে অন্য ইউজার নেম যুক্ত করে তাদের জন্য সীমিত পারমিশন দিতে পারেন, এখানে আরো যে ছয় ধরনের পারমিশন আছে সেগুলো Allow অথবা Deny করে দিতে পারেন অন্য ইউজারদের জন্য। তবে আপনার এ্যাডিমিন্সট্রেটর ইউজার একাউন্ট অবশ্যই পাসওয়ার্ড প্রেটক্টেড হতে হবে।

Anti-Virus এর কি দরকার

Pen drive এর virus থেকে মুক্তি কোন Extra Software ছাড়াই

বর্তমান নাম করা নানা Anti-Virus বেরিয়েছে ও নানা দামের কিন্তু সহজ এই পন্থা অবলম্বন করলে নানা জাতীয় ভাইরাস থেকে মুক্তি সহজেই পাওয়া যায় । হয়তো এ জাতীয় টিউন আগেও হয়েছে তবু ধারাবাহিক ভাবে কিছু বলবার জন্য সব টাই লাগবে । যাই হোক ভাবুনতো আপনি যদি ভাইরাসের সৃষ্টি করতেন তাহলে আপনার কি করতেন ভাইরাসের সিকিউরিটির জন্য ?, প্রথমে অপনি চাইবেন ভাইরাসটিকে রান করাতে তাহলে দরকার Autorun.inf ফাইল। এখন সকলেই জানে Autorun.inf ফাইলের মাধ্যমে ভাইরাস নিজেকে রান করাই তাহলে সকলেই জেনে গেলে ডিলিট করে দেবে তার জন্য ফাইল টিকে লুকিয়ে রাখতে হবে তবে সাধারন ভাবে লুকালে হয়তো অনেকেই

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

ডিলিট করে দিতে পারে তাই ফাইলটিকে ও সাথে সাথে ভাইরাস ফাইলকে সিস্টেম হাইড করে দিলে ভাইরাস চালানো ও হল আবার কেউ দেখতে ও পেলো না ।

তাহলে অ্যান্টি ভাইরাস হিসাবে কাজ করতে গেলে প্রথম পন্থা আটোরাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা অর্থাত আটোরাস অপশন বন্ধ করে রাখতে হবে।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আমারা যখন কোন ড্রাইভের উপর ডবল ক্লিক করে খুলি তখন আটোরাস সক্রিয় হয়ে যাবে।
দ্বিতীয় পন্থা হল যেটি আবলম্বন করতে হবে সেটি হল সিস্টেম হাইড ফাইলস কে সো করে রাখতে হবে।
তৃাতীয় পন্থা হলে ভাইরাস সনাক্ত করে বহিষ্কার করা অর্থাত ডিলিট করে ফেলতে হবে।
তাহলে আটোরাস বন্ধ করার জন্য কিবোর্ডে প্রেস করুন Start+R অথবা রান খুলুন এবার Run windows টাইপ করুন (type) gpedit.msc

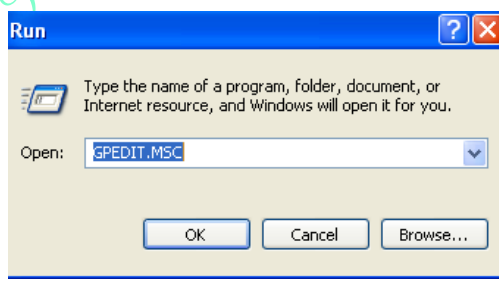

খুললে Computer Configuration যান ও সেখান থেকে Administrative Templates যান ও সেখান থেকে

System যান

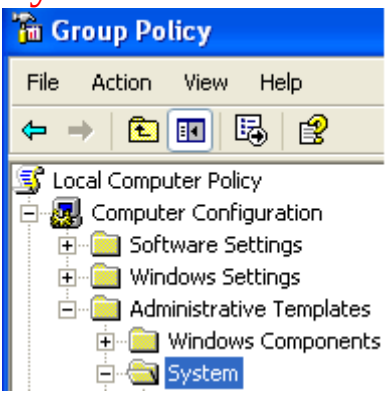

ও সেখান থেকে Turn off Auto-play এর উপর Double click করে Turn Off Autoplay properties

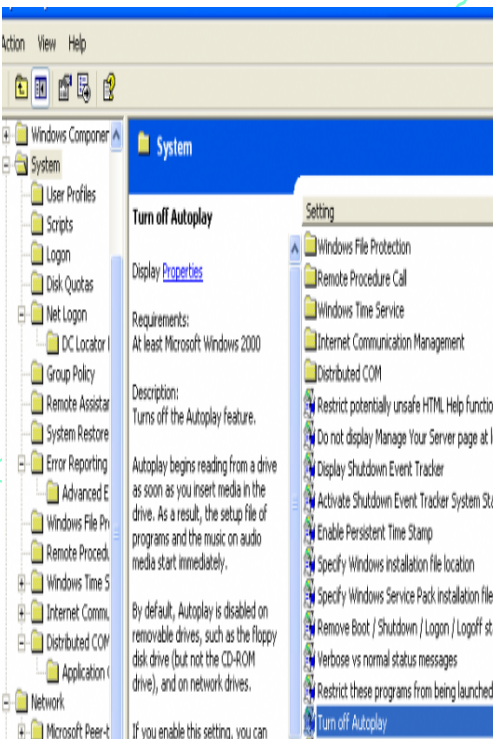
System
Turn off Autoplay
Display Properties
Requirements:
At least Microsoft Windows 2000
Description:
Turns off the Autoplay feature.
Autoplay begins reading from a drive as soon as you insert media in the drive. As a result, the setup file of programs and the music on audio media start immediately.
By default, Autoplay is disabled on removable drives, such as the floppy disk drive (but not the CD-ROM drive), and on network drives.
If you enable this setting, you can also disable Autoplay on CD-ROM drives or disable Autoplay on all drives.
This setting disables Autoplay on additional types of drives. You cannot use this setting to enable Autoplay on
Setting
Windows File Protection
Remote Procedure Call
Windows Time Service
Internet Communication Management
Distributed COM
Display Shutdown Event Tracker
Enable Persistent Time Stamp
Specify Windows installation file location
Verbose vs normal status messages
Turn off Autoplay
Download missing COM components
Turn off Windows Update device driver

খুললে সিলেক্ট করুন Enbled ও

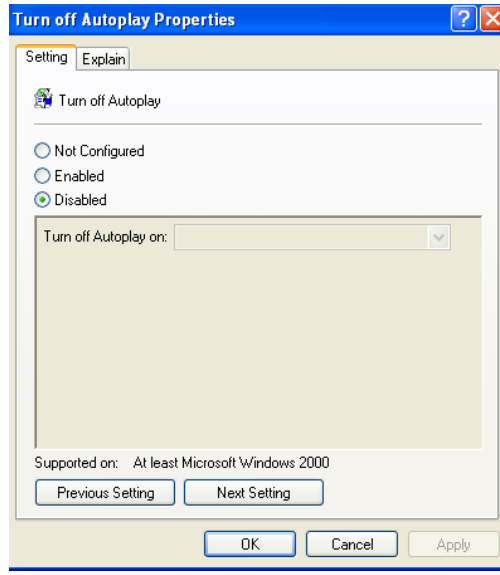

Turn Off Autorplay on অপশনে All drives সিলেক্ট করে Apply OK.

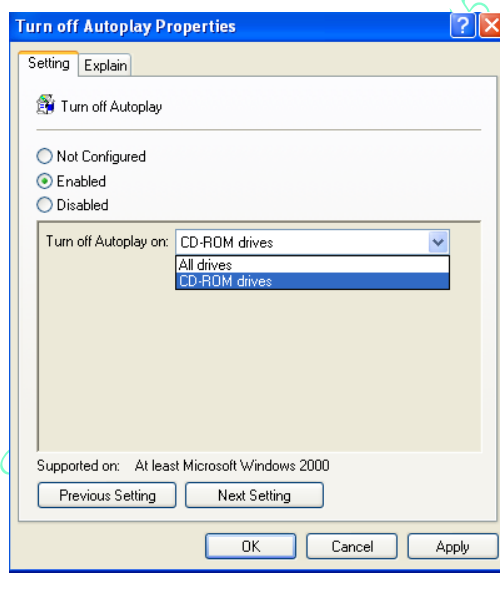

তাহলে Autorplay বন্ধ।
এবার দ্বিতীয় পন্থা
My Computer খুলে উপরে মেনু তে Tools যান,ও Tools থেকে Folder Option যান

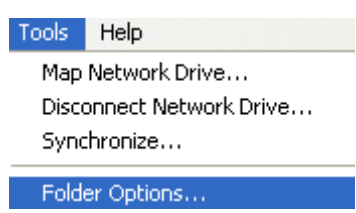

Hidden files and Folders Menu খুলে Show hidden files and folders.

T@NB!R 01738359555

সিলেক্ট করুন ও Hide protected Operating system files (Recommended) tick টা তুলে নেন।

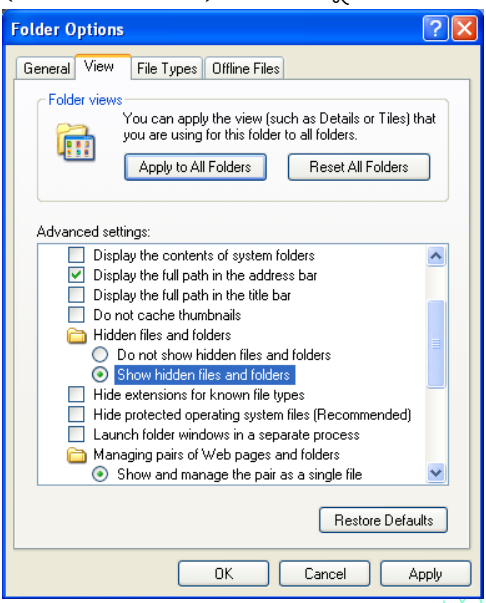
Folder Options
General
View
File Types
Offline Files
Folder views
You can apply the view (such as Details or Tiles) that you are using for this folder to all folders.
Apply to All Folders
Reset All Folders
Advanced settings:
Display the contents of system folders
Display the full path in the address bar
Display the full path in the title bar
Do not cache thumbnails
Hidden files and folders
Do not show hidden files and folders
Show hidden files and folders
Hide extensions for known file types
Hide protected operating system files (Recommended)
Launch folder windows in a separate process
Managing pairs of Web pages and folders
Show and manage the pair as a single file
Restore Defaults
OK
Cancel
Apply

তাহলে সিস্টেম হাইড ফাইল দেখা যাবে।

অনেক সময় কম্পিউটার malware দ্বারা আক্রান্ত হলে এটি কাজ নাও করতে পারে

সেক্ষেত্রে

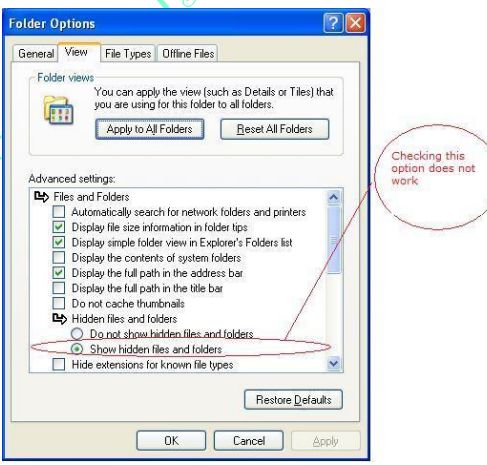
Folder Options
General
View
File Types
Offline Files
Folder views
You can apply the view (such as Details or Tiles) that you are using for this folder to all folders.
Apply to All Folders
Reset All Folders
Advanced settings:
Files and Folders
Automatically search for network folders and printers
Display file size information in folder tips
Display simple folder view in Explorer's Folders list
Display the contents of system folders
Display the full path in the address bar
Display the full path in the title bar
Do not cache thumbnails
Hidden files and folders
Do not show hidden files and folders
Show hidden files and folders
Hide extensions for known file types
Restore Defaults
OK
Cancel
Apply
Checking this option does not work

start+r রান উইন্ডোজ খুলে type করুন regsvr32 /i browseui.dll এবার OK / Enter press করুন।

start+r রান উইন্ডোজ খুলে type করুন regsvr32 /i shell32.dll এবার OK / Enter press করুন।

এবার দেখুন Folder Option কাজ

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

করছে (তাও না হলে অবশ্যই বলবেন)।

এবার ভাইরাস সনাক্ত করুন সহজেই

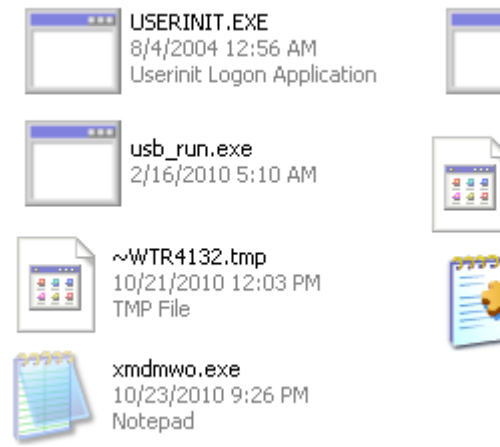

সাধারন ভাবে ভাইরাস আটকে দেওয়া।

ভাইরাস Pen drive Virusএর চেয়েও সক্রিয়তম মাধ্যম হল Internet যা দিয়ে শুধু বিস্তার না , সঙ্গে নিজেকে Up-to-date করার ক্ষমতা ও রাখে যা আমাদের সকলের আজানা না। সাধারনত আমরা খুব কম জনই উইন্ডোজ আপটুডেট করে থাকি যার ফলে দুর্বল Firewall কে ভেঙ্গে নিজেকে প্রবেশ করিয়ে নিজেকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলে । যা আমরা সব সময় বুঝতে পারি না, আবার বুঝতে পারলেও Task Manager দিয়ে বন্ধ করতে পারি না পারলেও তা পুনরায় সক্রিয় হয়ে যায় আর প্রসেসিং তে সক্রিয় থাকা ফাইল কে সনাক্ত করেও আমরা Delete বা Move বা Rename করার সুযোগ পাই না। এর জন্য আমরা Task Manager বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করব Process Explorer 12.04 যা দিয়ে আমরা খুব সহজেই ভাইরাস সনাক্ত করতে পারব যা এক প্রকার Processes এর মধ্যে ঘটে যাওয়া

T@NB!R 01738359555

প্রসেসিং এর উপর নজর রাখা যাবে কিংবা কোথা থেকে প্রসেসিং হচ্ছে তা জানার সাথে সাথে বন্ধ করা বা ঘটে যাওয়া Process কে Suspend (নিস্ক্রিয়) করে রাখার সুযোগ পাব (এই অপশনটি Task Manager এ নেই।)

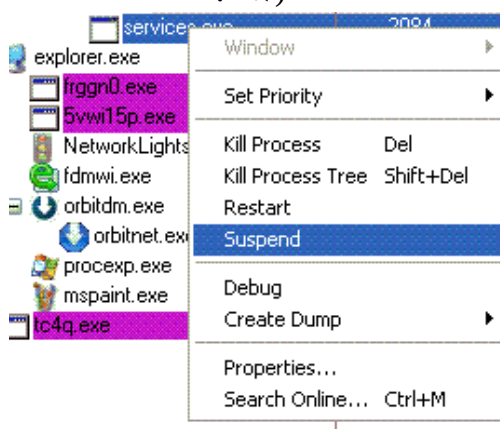

আবার আরও একটি অপশন কোথা থেকে প্রসেসিং হচ্ছে তাও আমরা জানতে পারবেন

ভাইরাসের ফাইলটি সাধারনত কোম্পানির নামের উল্লেখ থাকে না আর নিজেকে প্রসেসিং করাতে প্রসেসারকে বাধ্য করে। Process Explorer 12.04 তাদের রং গোলাপী হয়ে যায় ফলে সহজেই সনাক্ত করতে পারব

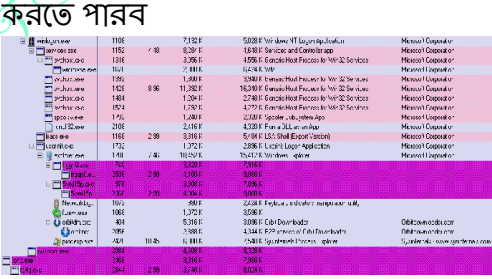

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফাইল চালাই যাদের কোম্পানি নাম থাকে না ও সাথে সাথে সেই প্রোগ্রাম প্রসেসারে প্রসেসিং হয় তাদের রং ও গোলাপী দেখাবে কিন্তু আপনি জানেন আপনি কি চালাচ্ছেন তাই সেটি কে সনাক্ত করতে সুবিধা হবে। অনেক সময় Task Manager না খুললেও এর সাহায্যে Task Manager প্রোগ্রেসেস যাবতীয় কাজ

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

আপনি করতে পারবেন। যেমন কোন প্রসেস বন্ধ করা ও আরও নানান নিচের ছবিতে দিলাম

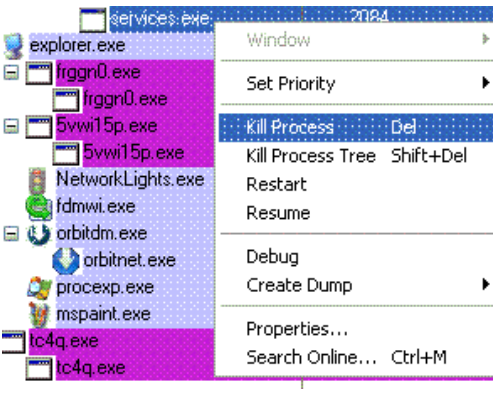

আবার একে আপনি Task Manager এর বিকল্প হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবেন (Replace করে)।

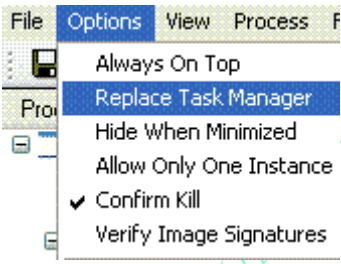

তখন Task Manager এর পরিবর্তে Process Explorer খুলবে।

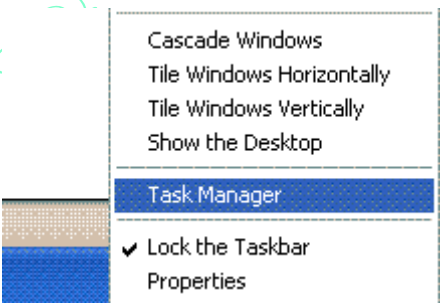

আপনি ছাড়া কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না আপনার Windows vista $

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

Windows 7 পিসি'র সেটিংস!!!

আমরা সবাই জানি যে, কম্পিউটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যেম। সকল পিসির সকল সেটিংস কন্ট্রোল প্যানেলে থাকে।

আর আমাদের পিসি বলতেই পার্সোনাল কম্পিউটার, সুতরাং আমরা সকলেই চাই যে, আমার কম্পিউটারের কোন সেটিংস যে কেউ পরিবর্তন করতে না পারে। এটা মূলত দরকার পড়ে তখনি যখন আপনি আপনার পিসি অন্য কারো হাতে দিয়ে শান্তিতে থাকতে পারেন না। এই কারণেই কন্ট্রোল প্যানেলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস আপনি ইচ্ছা করলে লুকিয়ে রাখতে পারেন। অথবা প্রকাশ করতে পারেন।

আমি আজ আপনাদের দেখাব কিভাবে কন্ট্রোল রেজিস্ট্রি এডিট এর মাধ্যমে এই কাজটি করা যায়। এখান থেকে আপনি ইচ্ছেমতো কন্ট্রোল প্যানেলের বিভিন্ন আইটেমকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারবেন। যেমন আপনি যদি নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আপনার কম্পিউটারের ডিসপ্লে সেটিংসকে রুকিয়ে রাখতে চান, তাহলে আপনি এখান থেকে এমন ব্যবস্থা করতে পারবেন যে, কন্ট্রোল প্যানেলে Display সেটিংস আর দেখা যাবে না।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

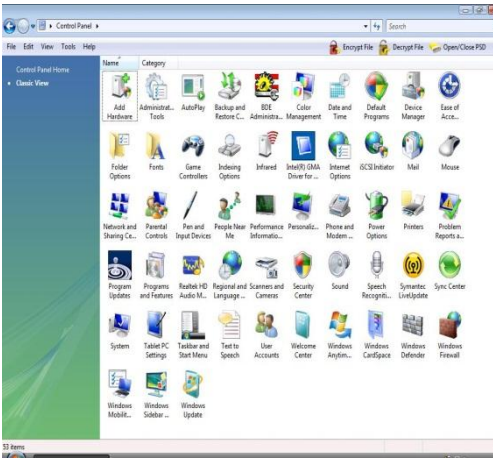

যেভাবে করবেন:

এরজন্য প্রথমে Start > Run এ গিয়ে REGEDIT টাইপ করে ওকে করে রেজিস্ট্রি এডিট ওপেন করুন। এবার রেজিস্ট্রি এডিটর থেকে HKEY_CURRENT_USER>Control Panel>don't load এ প্রবেশ করুন। এখানে ডান পার্শ্বস্থ প্যানেলে desk.cpl নামে নতুন একটি স্ট্রিং (রাইট ক্লিক করে) তৈরি করুন এবং এর ভ্যালু হিসেবে No লিখুন। রিফ্রেশ দিয়ে দেখুন Display আর দেখা যাচ্ছে না।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি অন্যান্য আইটেমগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। Display আইটেমটির জন্য desk.cpl নামটি ব্যবহার করতে হয়েছে। অন্যান্য আইটেমের জন্য নিম্নলিখিত নামগুলো ব্যবহার করুন। আর হ্যা উক্ত আইটেমটি যদি আবার প্রদর্শিত করতে চান তাহলে উপরের পদ্ধতির No এর জায়গায় শুধু মাত্র Yes করে দিন।

Accessibility Options – access.cpl
Add Hardware – hdwwiz.cpl
Add or Remove Programs – appwiz.cpl
Data Sources (ODBC) – odbccp32.cpl
Date and Time – timedate.cpl
Display – desk.cpl
Game Controllers – joy.cpl

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

Internet Options – inetcpl.cpl
Keyboard – main.cpl
Mail – mlcfg32.cpl
Mouse – main.cpl
Network Connections – ncpa.cpl
Phone and Modem Options – telephon.cpl
Power Options – powercfg.cpl
Regional and Language Options – intl.cpl
Scanners and Cameras – sticpl.cpl
Sounds and Audio Devices – mmsys.cpl
Speech – sapi.cpl
System – sysdm.cpl
User Accounts – nusrmgr.cpl

সিস্টেম ড্রাইভ বা যেকোন ড্রাইভের স্পেস বাড়াতে-কমাতে পারেন কোন ইউটিলিট সফটওয়্যার ছাড়াই(window7 & vista)

T@NB!R 01738-359555

আমাদের মাঝে অনেকেই সি ড্রাইভের স্পেস নিয়ে সমস্যায় পড়েন, আবার অনেকে সি ড্রাইভের স্পেস কম বলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বে নতুন কোন অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করতে পারছেন না অথবা সি ড্রাইভের স্পেস লো দেখাচ্ছে। আবার এমনো দেখা যায় যেকোন ড্রাইভের সাইজ ছোট / বড় করা দরকার, নতুন পারটিশান করা দরকার হয়। যার জন্য খুজতে হয় কোন ইউটিলিটি সফটোয়ার অথবা কোন অভিজ্ঞ কাউকে। বিশেষ করে এই সমস্যা দেখা যায় নোটবুক/লেপটপের ক্ষেত্রে। সাধারনত নোটবুক/লেপটপে একটি মাত্র ড্রাইভ থাকে যার ফলে, ব্যাকআপ বা অন্য যে কোন জরুরী প্রয়োজনে আরও ড্রাইভের বা পারটিশনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই

T@NB!R 01738359555

সমস্যাগুলোর সমাধান
আমরা পেতে পারি উইন্ডোজ ভিসটা এবং উইন্ডোজ সেভেন
থেকে। এবং এটা সম্পন্ন করতে খুব কম স ময়ের প্রয়োজন হয়।

খুব সহজে C ড্রাইভের স্পেস বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

যেকোন ড্রাইভের সাইজ ছোট / বড় করতে পারবেন

নতুন পার্টিশন তৈরী করতে পারবেন।

নীচের স্ক্রীনশট গুলি খেয়াল করলে বুঝতে সুবিধা হবে।

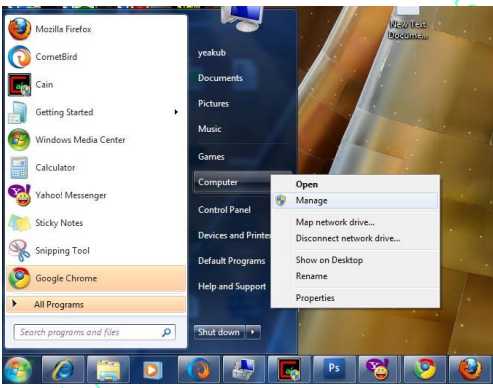

মাইকম্পিউটার এর উপর মাউস ওর রাইট বাটন ক্লিক করে ম্যানেজ অপশনে ক্লিক করুন।

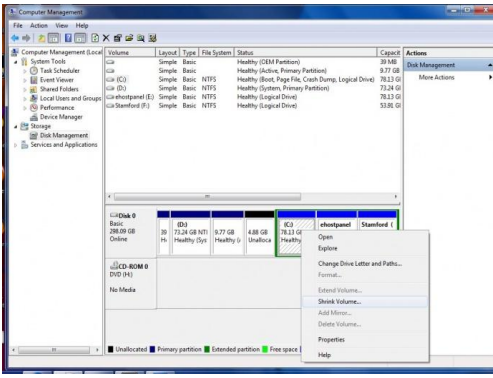

এবার শ্রিংন্ক ভলিউমে ক্লিক করুন

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

এবারে যে ড্রাইভকে ছোট-বড় করতে চান তা সিলেক্ট করুন

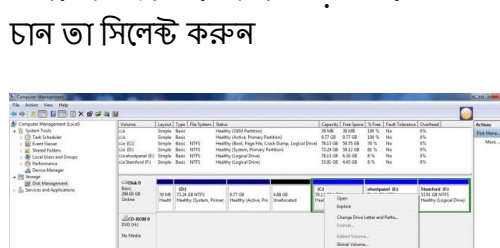

অতপর নিম্নের স্ক্রিনটি দেখতে পাবেন

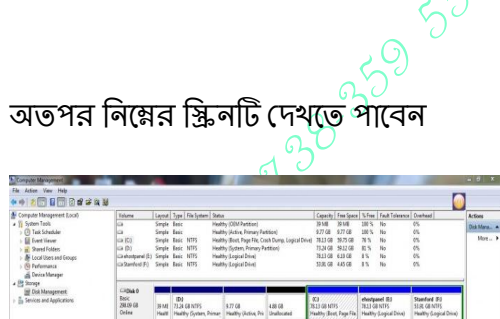

একটু অপেক্ষা করুন...

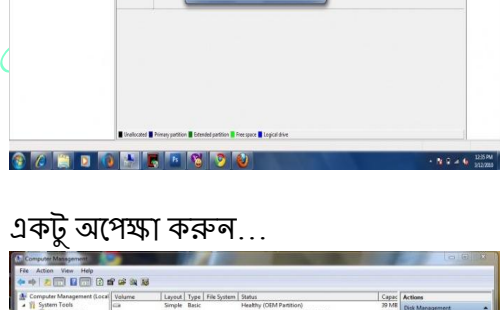

এখন প্রয়োজন অনুযায়ী স্পেস বরাদ্ব করুন এবং শ্রিনক এ ক্লিক করুন। কিছুক্ষন

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

অপেক্ষা করার পর দেখবেন পারটিশন করা হয়ে গেছে, এভাবে যতখুশি স্পেস অনুযায়ী পারটিশন করতে পারেন।

TANBIR AHMAD RAZIB
MOBILE NO:01916457075 @ 01738359555
E-MAIL :tanbir_cox@yahoo.com/// tanbir.cox@gmail.com
FACEBOOK SEARCH:Tanbir Ahmad (or, tanbir_cox@yahoo.com)
WEB SITE: www.tanbir.99k.org

T@NB!R 01738-359 555

হার্ড ডিস্ক সমস্যা

কম্পিউটারের যে সমস্যা গুলো

সব চাইতে বেশী তা হলো -

১) কম্পিউটার হঠাৎ করে খুব স্লো হয়ে গেছে
২) কম্পিউটার একটু আগেও বা গতকাল কাজ করছিল ভালই, আজকে চালুই হচ্ছেনা
৩) হার্ড ডিস্ক শব্দ করছে খুব
৪) ডিস্ক ইরর দিচ্ছে বার বার
৫) সি ড্রাইভে জায়গা কম বলছে
৬) কোন কোন প্রোগ্রাম লোড হতে অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে বা লোডই হচ্ছেনা
৭) কম্পিউটার চলতে চলতে একটা নীল স্ক্রিন আসছে (ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ)
৮) বিনা কারনে রিষ্টার্ট হচ্ছে কম্পিউটার
৯) কম্পিউটার শাট ডাউন হচ্ছেনা
১০) ডেস্কটপ আসার পর বা কোন প্রোগ্রাম ওপেন করার পর হ্যাং করছে

এই সব সমস্যাই সরাসরি হার্ড ডিস্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত। খুব সামান্য কিছু কাজ করেই এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়, এগুলো মোটামুটি সবাই করতে পারবে, কোন কম্পিউটার প্রফেশনালের কাছে ধরণা দেয়া ছাড়াই। কেবলমাত্র হার্ড ডিস্ক শব্দ করা ছাড়া অন্য কারনগুলোতে পিসির কেসিং খুলতেও হয়না। সামান্য কিছু

T@NB!R 01738359555
মেইনটেনেন্স যদি করেন, প্রতিদিন তো নয়ই, সপ্তাহেও নয়, মাত্র এক মাসে একবার, তাহলেও এই সমস্যা গুলোর অনেক গুলোই এড়াতে পারবেন।

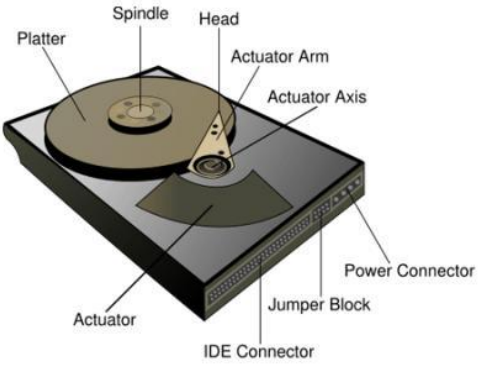

কম্পিউটারের বেসিক মেইনটেনেন্স এর ধারনা গুলো দেই।

১) আপনার পিসি একটি যন্ত্র, সে আপনার জন্য কাজ করে। আপনার কি বোর্ডের প্রতিটি কি প্রেস বা মাউসের প্রতিটি নড়াচড়ায় সে রেসপন্ড করে। তাই, খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও মনিটর, কি বোর্ড আর কেসিং নরম কাপড় দিয়ে নিয়মিত মুছে দেয়া ছাড়াও এর আরও কিছু যন্ত্রের দরকার আছে।

২) পিসির মেইনটেনেন্সের বেসিক আর কমন টুল গুলো আপনার উইন্ডোজেই (মুলত সব অপারেটিং সেষ্টেমেই) দেয়া আছে, এর জন্য বাড়তি সফটয়ার ইনস্টল করার

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555
তেমন কোন দরকার নেই।

৩) বেসিক মেইনটেনেন্স করতে আপনাকে কম্পিউটার বিদ্যায় পারদর্শি হতে হবেনা। কম্পিউটার চালাতে জানলেই হবে।

৪) মেইনটেনেন্স চালু হলে আপনাকে পিসির সামনে রাত জেগে মাছি তাড়াতে হবেনা, ঘুমোবার আগে চালু করে দিয়ে ঘুমিয়ে যাবেন, মেইনটেনেন্স শেষে পিসি চালু হয়ে গেলেও যদি তা সারা রাত চালু থাকে, তাহলে পিসির কোন ক্ষতি হবেনা।

৫) মেইনটেনেন্স করার সময় বড় ধরনের কোন সমস্যা হবার সম্ভাবনা খুব কম। আপনার পিসির হার্ড ডিস্ক খুব বেশী পুরানো, মানে ৩/৪ বছরের পুরানো না হলে চিন্তার তেমন কিছুই নেই।

৬) যতক্ষন পিসি চালু থাকে, হার্ড ডিস্কের ভেতর ডিস্কটা খুব জোরে ঘুরতে থাকে, ফলে এর ভেতরের যন্ত্রপাতি ক্ষয় হতে থাকে। তাই ৩ বছরের পুরানো হার্ড ডিস্ক বদলে ফেলা, অন্তত ব্যাক আপ হার্ড ডিস্ক কিনে ফেলাও পিসি মেইনটেনেন্সের একটা অংশ।

৭) হার্ড ডিস্ক নষ্ট হওয়ার বড় একটা কারন পাওয়ার সার্জ। বিদ্যুতের ওঠানামা, পিসি চালু

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555
অবস্থায় কারেন্ট চলে যাওয়া, পিসির কুলিং ফ্যান ঠিক ভাবে কাজ করা (হার্ড ডিস্ক বেশী গরম হয়ে গেলে), প্রয়োজনের তুলনায় কম র‍্যাম ব্যাবহার হার্ড ডিস্কের ওপর যথেষ্ট চাপ ফেলে।

৮) প্রতিবার কম্পিউটার চালু করার পর হার্ড ডিস্কে অনেক অপ্রয়োজনীয় ফাইল তৈরী হয়, যা কম্পিউটার নিজে থেকে মুছতে পারেনা। সে জন্য হার্ড ডিস্কে কোন কিছু সেইভ না করলেও ডিস্ক ভরে যেতে থাকে, ফলে জায়গার অভাব দেখা দেয়। মেইনটেনেন্স করে খুব সহজেই এই অদরকারী ফাইল গুলো মুছে ফেলা যায়, ফলে পিসির সি ড্রাইভে জায়গা অনেক বেড়ে যায়।

৯) কম্পিউটারের সব প্রোগ্রাম সঠিক ভাবে চলার জন্য নির্দিষ্ট পরিমান হার্ড ডিস্ক স্পেস বা জায়গার দরকার হয়, সেই পরিমান জায়গা না পেলে প্রোগ্রাম গুলো ক্রাস (হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়া) করে বা পিসি হ্যাং করে।

১০) হার্ড ডিস্ক ইরর দেয়া মানেই ডিস্কটা বদলে ফেলতে হবে, বা উইন্ডোজ রি ইন্সটল করতে হবে - এমন নয়। অনেক সময়েই শুধু মেইনটেনেন্স করেই এই সব ইরর সারিয়ে তোলা যায়।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

বেসিক মেইনটেনেন্স খুবই সোজা, ঘাবড়ে যাবার মত, বা না পারার মত কোন কিছু নয়। বর্ননার সাথে সাথে ছবি দেয়া আছে। এই পদ্ধতিটি উইন্ডোজ পিসির জন্য করা। আশা করি সবাই কাজগুলো করতে পারবেন। আর কোন প্রকার সমস্যা হলে তো আমরা আছিই।

প্রথম কাজঃ ডিস্ক ক্লিন আপ

মেইনটেনেন্সের প্রথম ধাপেই যা করতে হবে তা হলো হার্ড ডিস্কে জমে যাওয়া জঞ্জাল অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলতে হবে। এটি করার জন্য আমরা উইন্ডোজের ডিস্ক ক্লিন আপ টুলটি ব্যবহার করবো।

১) ডেস্কটপ অথবা অল প্রোগ্রামস থেকে মাই কম্পিউটারে ক্লিক করতে হবে। তখন যে উইন্ডোটি আসবে তা অনেকটা নীচের ছবিটির মত। আপনার হার্ড

T@NB!R 01738359555

ডিস্কে পার্টিশন বেশি হলে **C** ড্রাইভের পর **D,E,F ...** এভাবে আরও অনেক ড্রাইভ দেখাবে। কিন্তু আমরা শুধু **C** ড্রাইভটি নিয়ে কাজ করবো।

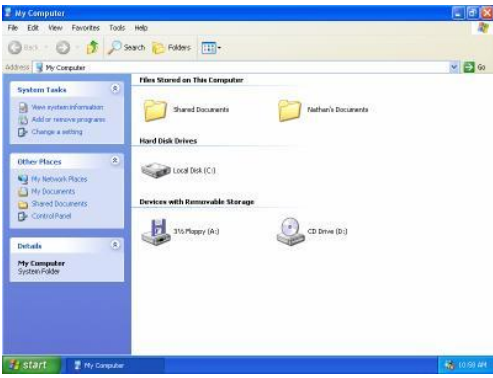

২) **C** ড্রাইভে রাইট ক্লিক করলে যে মেনুটি আসবে তার সব চাইতে নীচে থাকবে **Properties.** ওখানে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত একটি উইন্ডো আসবে।

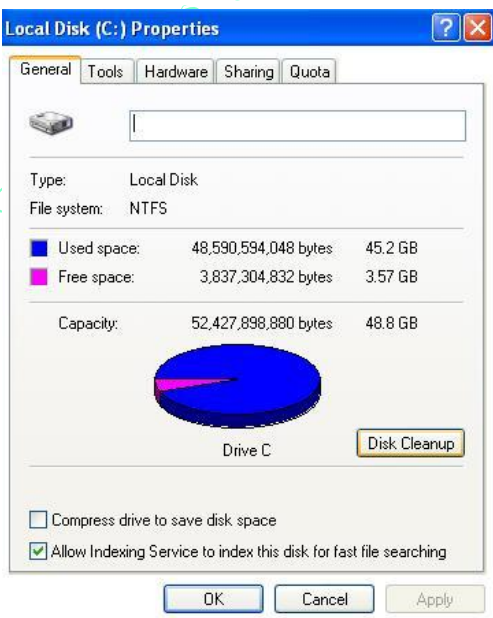

৩) উইন্ডোজের মাঝামাঝি থাকা ডিস্কের গোল ছবিটার পাশে **Disk Cleanup** লেখা বাটনটিতে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

উইন্ডো আসবে।

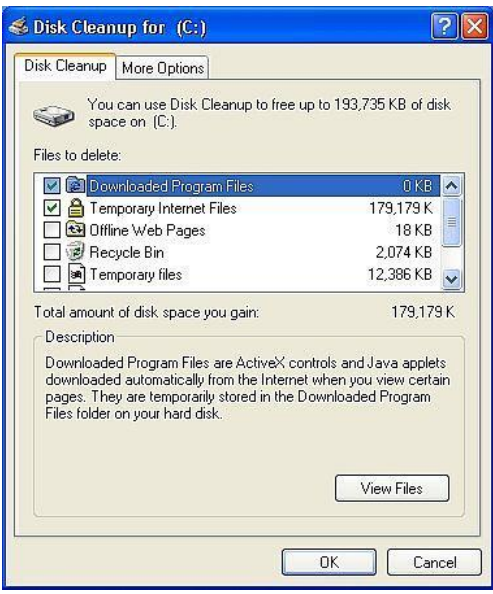

৪) **Files to Delete** এর নীচে যত গুলো চেক বক্স আছে সব গুলোতে টিক দিয়ে দিন। তারপর **Disk Cleanup** এর পাশে **More Options** ট্যাবে ক্লিক করুন, নীচের উইন্ডোটি আসবে।

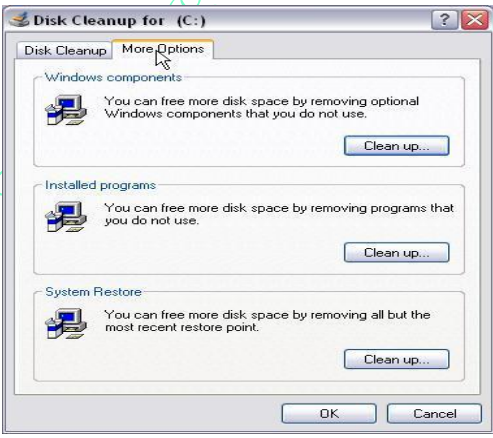

৫) এই ট্যাবে তিনটা ভাগ, সব চাইতে নীচে আছে **System Restore**। এর পাশে একটা বাটন **Clean up...** ক্লিক করুন। একটা ছোট পপ আপ উইন্ডো আসবে, যার দুইটা বাটন **Delete** আর **Cancel**. এখান থেকে **Delete** এ ক্লিক করুন। খানিকটা সময়

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

নেবে ফাইল গুলো ডিলিট করতে। হয়ে গেলে একেবারে নীচে দুটি বাটন **OK** আর **Cancel** থেকে **OK** বাটনে ক্লিক করুন। আরেকটা পপ আপ উইন্ডো আসবে, সেখান থেকে **Delete Files** বাটনে ক্লিক করুন। ফাইল ক্লিন আপ শুরু হবে। শেষ হয়ে গেলে ডিস্কের গোল ছবিটা সহ যে উইন্ডোটা প্রথমে খুলেছিলেন, সেটার নীচে **OK** লেখা বাটনে ক্লিক করুন।

ব্যস, আপনার বেসিক ক্লিনিং পার্ট শেষ। পিসি রিষ্টার্ট করুন ও স্পিডের পরিবর্তন লক্ষ্য করুন। অবস্যই আগের চাইতে ভাল স্পীড পাবেন।

আপনি চাইলে এর পরের পার্টটা মাসে একবার করতেও পারেন, অথবা ২/৩ মাসে একবার করলেও চলে।

পরের কাজঃ ডিস্ক ইরোর চেক

১) **C** ড্রাইভে রাইট ক্লিক করলে যে মেনুটি আসবে তার সব চাইতে নীচে থাকবে **Properties.** ওখানে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত একটি উইন্ডো আসবে।

T@NB!R 01738-359555

T@NB!R 01738359555

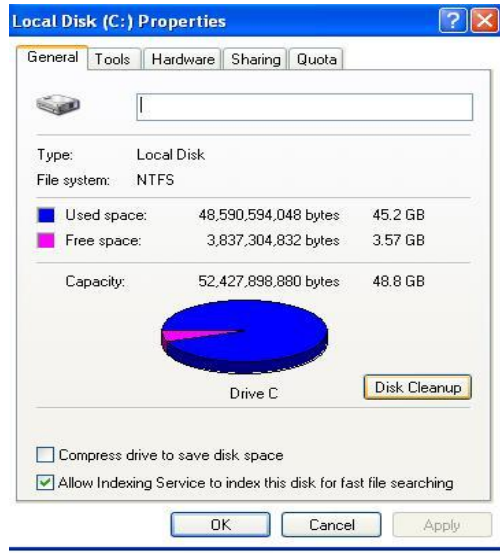

২) **General** ট্যাবের পাশ থেকে **Tools** ট্যাবে ক্লিক করুন। নীচের উইন্ডোটির মত উইন্ডো দেখতে পাবেন।

259 555

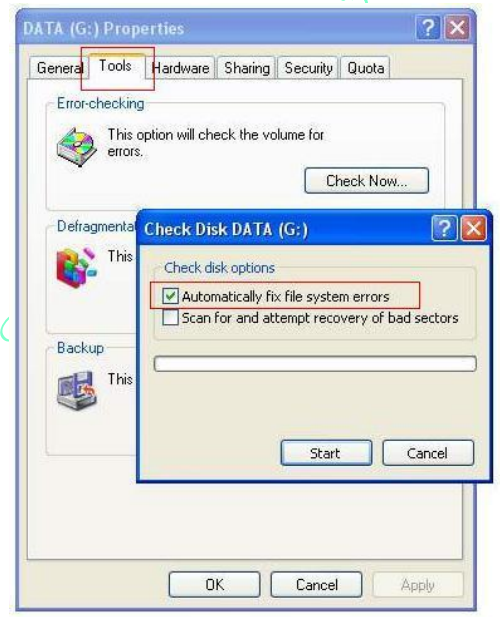

৩) এই উইন্ডোর উপরে **Error-checking** অপশনের ভেতর থেকে **Check Now** বাটনটি ক্লিক করলে দুইটি অপশন সহ ছোট উইন্ডোটি খুলবে। দুটি বক্সের টিক দিয়ে দিন। তারপর

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

Start এ ক্লিক করুন। একটা ছোট পপ আপ উইন্ডো আসবে, যেটা বলবে যে উইন্ডোজ চাল তথাকা অবস্থায় ডিস্ক চেক করা সম্ভব না, আপনি কি ডিস্ক চেক সিডিউলড করে রাখতে চান? **Schedule Disk Check** বাটনে নিশ্চিন্তে ক্লিক করুন।

এবার কম্পিউটার রিষ্টার্ট করুন। চালু হবার পর ডেস্কটপ আসার আগে নীচের উইন্ডোর মত ডিস্ক চেক করতে থাকবে।

মনে রাখবেনঃ

ডিস্ক চেক সিডিউল ক্যানসেল করার জন্য আপনাকে রিষ্টার্ট করার পরেই কয়েক সেকেন্ড সময় দেবে। আপনি চাইলে - মানে কম্পিউটারে কোন জরুরী কাজ থাকলে সে সময় যে কোন কি চেপে ডিস্ক চেক ক্যানসেল করতে পারেন, কিন্তু পরের বার রিষ্টার্ট করতে গেলে আবার সিডিউল দেখাবে। কাজেই সবকাজ শেষ করে ডিস্ক চেক দেয়া উচিৎ। চেক শেষ হতে কয়েক মিনিট

থেকে কয়েক ঘন্টা সময়ও লাগতে পারে। কাজেই সময় বেশী লাগলে ঘুমিয়ে যেতে পারেন। ডিস্ক চেক শেষ হবার পর পিসি রিষ্টার্ট হবে। সে সময় আপনি পিসির সামনে না থাকলেও ঘন্টা খানেক পর পিসি আপনা থেকেই স্লিপ মোডে চলে যাবে।

প্রতিবার পিসি চালু হবার পর হার্ড ডিস্কে নতুন নতুন ফাইল তৈরী হয় আর পিসিতে থাকা ফাইলগুলোতে কিছু পরিবর্তন আসে। সে কারনে কোন কোন পুরানো ফাইলের আকার বেড়ে যায়, তখন কম্পিউটার সেই ফাইলটির বাড়তি অংশটুকু হার্ড ডিস্কের ফাঁকা যায়গায় লিখে রাখে। লিখতে গিয়ে পাতা শেষ হয়ে গেলে আমরা যেমন পরের পাতায় চলে যাই, ব্যাপারটা ঠিক তেমনই। সে কারনে পরের বার পিসি সেই বড় হয়ে যাওয়া ফাইলটা নিয়ে কাজ করতে গেলে এর বাকি অংশ গুলো খুঁজতে বাড়তি সময় ব্যায় করে, ফলাফল - আগের তুলনায় পিসি স্লো হয়ে যায় একটু। এভাবে একটু একটু করে স্লো হতে হতে এক সময় মনে হয় পিসি অনেকটাই স্লো হয়ে গেছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট টুলটার আগমন। ডিফ্রাগমেন্টের সময় কম্পিউটার ওই ফাইলটার বাড়তি টুকরো গুলো খুজে এনে

T@NB!R 01738359555

আগের ফাইলের সাথে জোড়া দিয়ে দেয়, তখন কম্পিউটারকে এক একটা ফাইলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরা গুলো হার্ড ডিস্কের আনাচে কানাচে খুজে বেড়াতে হয়না, ফলে সময় বাঁচে। কম্পিউটার আবার আগের গতী ফিরে পায়।

ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট টুল ব্যাবহারঃ

১) ডেস্কটপ অথবা অল প্রোগ্রামস থেকে মাই কম্পিউটারে ক্লিক করতে হবে। তখন যে উইন্ডোটি আসবে তা অনেকটা নীচের ছবিটির মত। আপনার হার্ড ডিস্কে পার্টিশন বেশি হলে C ড্রাইভের পর D,E,F ... এভাবে আরও অনেক ড্রাইভ দেখাবে। কিন্তু আমরা শুধু C ড্রাইভটি নিয়ে কাজ করবো।

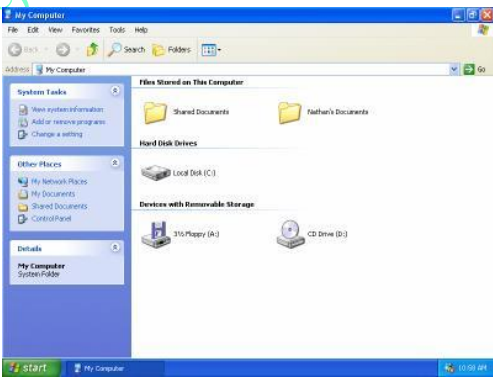

২) C ড্রাইভে রাইট ক্লিক করলে যে মেনুটি আসবে তার সব চাইতে নীচে থাকবে Properties. ওখানে ক্লিক করুন, নীচের ছবির

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

মত একটি উইন্ডো আসবে।

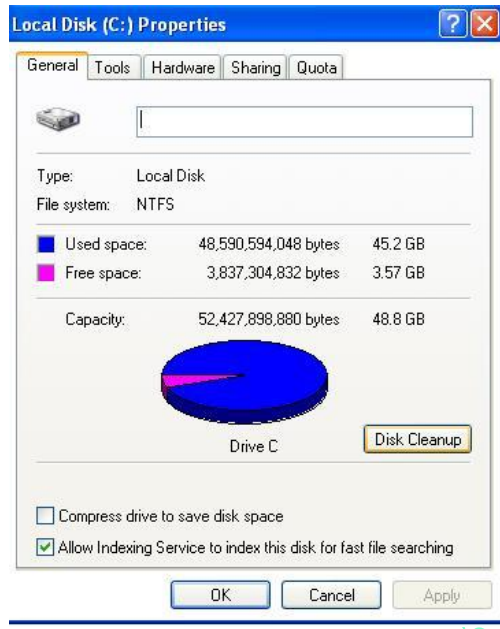

৩) General ট্যাবের পাশের ট্যাবটি হচ্ছে Tools ট্যাব, ওখানে ক্লিক করে Defragment Now বাটনে ক্লিক করুন।

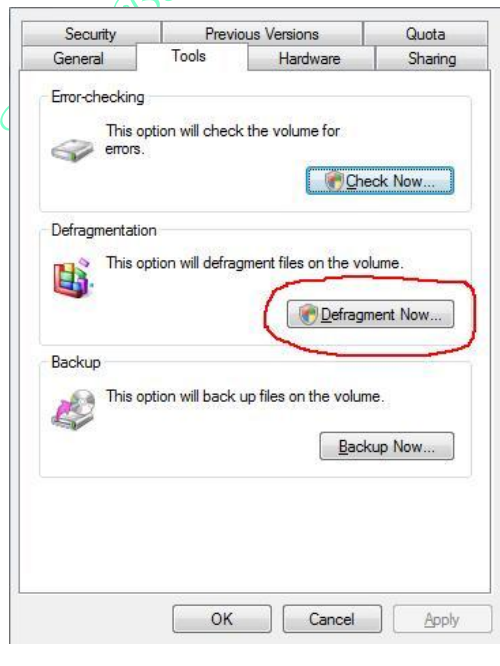

৪) নীচের ছবির মত একটু উইন্ডো আসবে, সেখান থেকে Analyse বা Defragment

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

বাটনে ক্লিক করুন, C ড্রাইভ কত খানি ফ্র্যাগমেন্টেড সেটা দেখাবে, আর কম্পিউটার নিজে থেকেই জানিয়ে দেবে যে ড্রাইভটি ডিফ্র্যাগমেন্ট করতে হবে না কি।

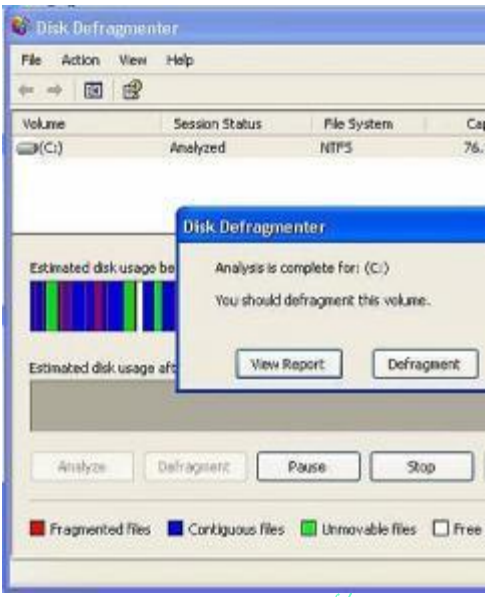

৫) Defragmet বাটনে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত উইন্ডো দেখতে পাবেন। এখানে উপরে নীচে দুটি ছবিতে লাল, সবুজ ও নীল রঙ দিয়ে দেখানো থাকবে হার্ড ডিস্কের বর্তমান ও ডিফ্র্যাগমেন্টের পরের অবস্থা। লাল রঙের দাগ গুলো হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেড ফাইল, মানে একটি ফাইলের ভাঙ্গা অংশ।
ডিফ্র্যাগমেন্ট শেষ হলে এই লাল দাগ গুলো অনেক কমে যাবে। বেশীর ভাগই নীল হয়ে যাবে, অল্প কিছু লাল থাকতেও পারে, ওতে কোন সমস্যা নেই।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

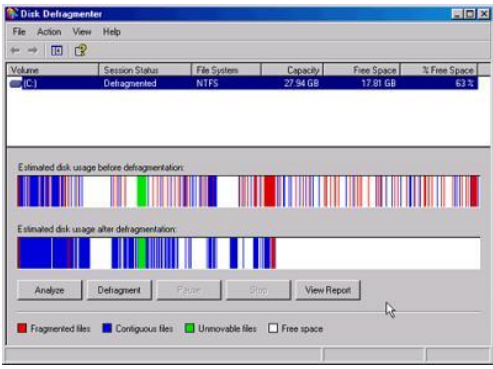
Disk Defragmenter
File Action View Help
Volume Session Status File System Capacity Free Space % Free Space
(C:) Defragmented NTFS 27.94 GB 17.81 GB 63 %
Estimated disk usage before defragmentation:
Estimated disk usage after defragmentation:
Analyze Defragment Pause Stop View Report
Fragmented files Contiguous files Unmovable files Free space

৬) প্রথম বার ডিফ্র্যাগমেন্ট করতে ঘন্টা খানেক সময় লাগতে পারে। ডিফ্র্যাগমেন্ট শেষ হলে পিসি রিষ্টার্ট করুন। দেখবেন আগের চাইতে ভাল স্পিড পাচ্ছেন, প্রোগ্রাম দ্রুত লোড হচ্ছে।

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//

E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com

Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)

Web Site :: http://tanbir.99k.org

Email:tanbir_cox@yahoo.com

web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555

উইন্ডোজ এক্সপি গতি বাড়ান

সেদিন মারুফের সাথে দেখা। আমার ছোট বেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বলল - দোস্ত, কেমন আছিস? কোন খবর পাই না। অনেকদিন তোর মোবাইল বন্ধ। মোবাইল চুরির কথা বলতেই বলল - আরে রাখ। এ তো খুব সাধারন ব্যাপার। কিন্তু দোস্ত আমার কম্পিউটার তো যায় যায় অবস্থা। আমি বললাম- কেন? কি হল আবার? সেদিনই না উইন্ডোজ ইন্সটল করে দিলাম। ও বলল- আরে তার পর থেকেই তো প্রতিদিন পিসি একটু একটু করে স্লো হতে শুরু করেছে। এখন একটার বেশী প্রোগ্রাম একসাথে চালাতে গেলেই হ্যাং হয়ে যায়, অনেক সময় পর কাজ করা শুরু করে। কম্পিউটার নিজে নিজেই মাঝে মাঝে রিস্টার্ট হয়ে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল- মারুফের কম্পিউটার মোটামুটি লেটেস্ট কনফিগারেশন এর - এরপরও দেখা হলে অভিযোগ এর

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

লিস্ট হাজির করতেই থাকে।

আমাদের দেশে যারা একটু কম্পিউটারের ওস্তাদ মানে - এই.. কোনরকম উইন্ডোজ ইন্সটল করতে পারেন আর কি - তাদের কোন বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা হলে আর কোন কথাই নেই - এ রকম হাজারটা অভিযোগ নিমিষেই হাজির। এখন মারুফ এর আব্দার - দোস্ত আবার কবে যাবি উইন্ডোজ ইন্সটল করতে? ভাবুন অবস্থাটা!

উপরের যে উদাহরনটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম সেটি কোন অবাস্তব দৃশ্য বা কল্পনা নয়। আমরা প্রায়ই এ জাতীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হতে অভ্যস্ত। কিন্তু কেন এই সমস্যার উদ্ভব?

তাহলে আসুন আজ আমরা উইন্ডোজ এর সমস্যা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করি তারপর তার সমাধান পাওয়ার চেষ্টা করব।

আমাদের দেশে বেশীরভাগ কম্পিউটার ব্যবহারকারীই যে

T@NB!R 01738359555
অপারেটিং সিস্টেমটি ব্যবহার করে থাকি তার নাম উইন্ডোজ। যদি ও লিনাক্স এর ব্যবহারকারী দিন দিন বেড়ে চলেছে কিন্তু উইন্ডোজ এখনও ব্যবহারকারীর সংখ্যার দিক থেকে অদ্বিতীয়। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এর দূর্বলতা হল ব্যবহারের কিছুদিন পর থেকেই এটি ধীরে ধীরে স্লো হতে থাকে। উইন্ডোজ আমাদের প্রিয় একটি অপারেটিং সিস্টেম সন্দেহ নেই কিন্তু উইন্ডোজ এর সিস্টেম এমন কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে যার ফলে এটি ধীরে ধীরে স্লো হয়ে পড়ে। যেমনঃ

১. উইন্ডোজ রেজিস্ট্রিঃ আমরা উইন্ডোজ রেজিষ্ট্রি এর সাথে অনেকেই কমবেশী পরিচিত। এটিকে আমরা উইন্ডোজ এর ব্যবহৃত নিজস্ব ডেটাবেজ হিসেবেই জানি। এই ডেটাবেজের আসল কাজটা কি? আমরা যখন কোন প্রোগ্রাম ব্যবহার করি তখন তার কিছু সেটিংস রেজিস্ট্রিতে উইন্ডোজ সংরক্ষন করে থাকে। যেমনঃ প্রোগ্রামটির রেজিস্ট্রেশন

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
কি, প্রোগ্রামের বিভিন্ন কাস্টমাইজ সেটিংস, প্রোগ্রাম ইন্সটল এর পাথ ইত্যাদি। খুব সহজ উদাহরন হিসেবে বলা যায়- আপনি যখন এম এস ওয়ার্ডে কাজ করেন তখন এর ফাইল মেনু এর নীচে কিছু সর্বশেষ ব্যবহৃত ফাইলের তালিকা দেখা যায় অথবা স্টার্ট মেনু এর রিসেন্ট ডকুমেন্ট এর ভিতরে সর্বশেষ ব্যবহৃত ফাইলের তালিকা দেখা যায় - কখনও কি ভেবে দেখেছেন উইন্ডোজ এগুলি কোথায় সেভ করে রাখে পরবর্তীতে কাজে লাগানোর জন্য? আমার মনে হয় আপনি ধরতে পেরেছেন- হ্যা এগুলি সবই উইন্ডোজ তার নিজস্ব ডাটাবেজ উইন্ডোজ রেজিস্ট্রিতে জমা করে রাখে। আপনি স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে রান এ ক্লিক করে- লিখুন regedit এরপর এন্টার কি চাপুন। তাহলে আপনার সামনে Registry Editor চালু হবে। এখানে আপনি ক্লিক করে করে দেখতে পারেন বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যবহৃত key সমূহ।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

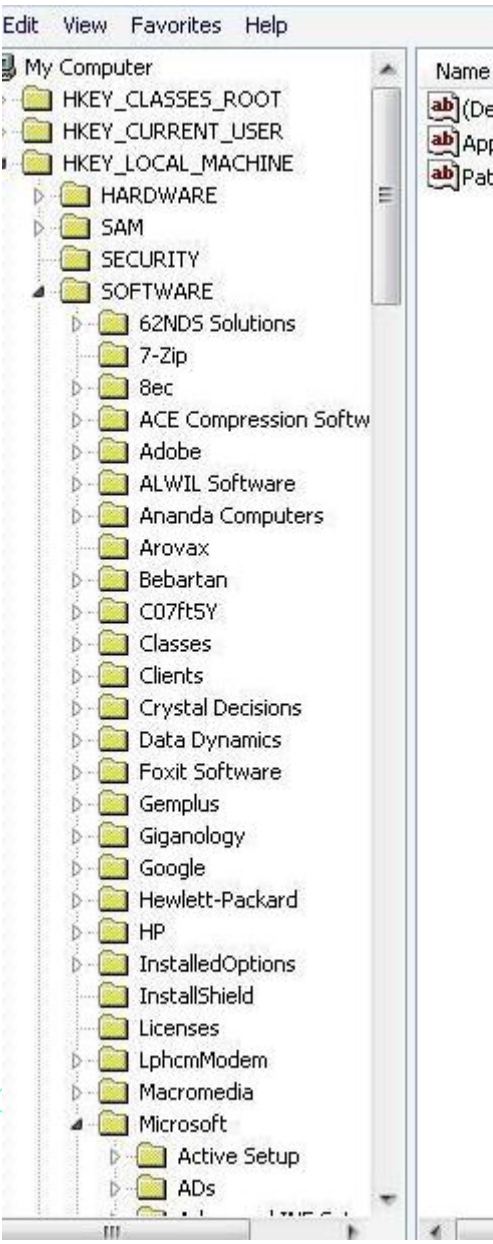

যেমনঃ এখান থেকে আপনি যদি HKEY_LOCAL_MACHINE --> SOFTWARE --> MICROSOFT --> IE Setup --> Setup এখানে আপনি path নামে একটি key দেখতে পাবেন। এই key তে একটি ভ্যালু আছে

%programfiles%\Internet Explorer এরকম যার অর্থ হচ্ছে Internet Explorer Program টি যেখানে সেটআপ করা আছে তার লোকেশন। অর্থাৎ আপনি যখন স্টার্ট মেনুতে Internet Explorer এ ক্লিক করেন সে এখান থেকেই প্রোগ্রামটি রান করে। আপনি স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে রান এ ক্লিক করুন এবং লিখুন %programfiles%\Internet Explorer এবার এন্টার কি চাপুন। আপনি সরাসরি Internet Explorer যেখানে সেট আপ করা আছে সে ফোল্ডার এ চলে যাবেন।

এখন সমস্যা হল- আপনি যখন কোন প্রোগ্রাম কিছুদিন ব্যবহার করে আনইন্সটল করেন তার বিভিন্ন সেটিংস, প্রোফাইল ইত্যাদি রেজিস্ট্রিতে থেকে যায়। সেগুলি ধীরে ধীরে রেজিস্ট্রিতে জমা হতে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন প্রোগ্রাম এর পারফরম্যান্স কমতে থাকে। কারন রেজিস্ট্রিতে তার ইনফরমেশন সার্চ করার জন্য

TANBIR 01738359555
তখন সময় বেশী লাগে যেহেতু আগে থেকেই অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস জমা হয়ে আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন গলদ কোথায়।

২. টেম্পোরারি ফাইলঃ নাম শুনলেই বুঝতে পারছেন - যে সমস্ত ফাইল সাময়িক কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে তৈরী হয় এবং প্রোগ্রাম এর কাজ শেষ হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায়। উদাহরনস্বরুপ বলা যায়- আপনি যদি এম এস ওয়ার্ড এ কোন ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করেন তাহলে আপনি যে তথ্যগুলি সেভ করেননি সবেমাত্র টাইপ করেছেন সেগুলি এইসব টেম্পরারি ফাইলগুলি দেখভাল করে। তারপর আপনি যে সব পরিবর্তন করবেন সেগুলি আনডু-রিডু করার কাজটিও কিন্তু এই ফাইলগুলিই করে থাকে। কিন্তু যদি আপনার পিসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় প্রোগ্রাম ক্লোজ করার আগেই তাহলে টেম্পোরারি ফাইলগুলির কি হবে? হ্যা - আপনার চিন্তার

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555
রেশ ধরেই বলছি এগুলি জমা হতে থাকবে। আপনি নিজে না মুছে দিলে এগুলি জমা হয়ে আপনার সাধের পিসির বারোটা বাজাতে থাকবে নিশ্চিত। তাহলে উপায়? হ্যা উপায় অবশ্যই আছে- সেগুলি নিয়ে পরে আলোচনা করছি - আগে সমস্যা পরে সমাধান।

৩. উইন্ডোজ এর ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোসেসঃ আমরা যেসমস্ত প্রোগ্রামগুলি নিজের কমান্ড দিয়ে চালু করি সেগুলি আমরা দেখতে পাই এবং বন্ধ করে দিলে মেমোরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর জায়গা ফাকা করে। কিন্তু কিছু বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম আছে যেগুলি উইন্ডোজ বা অন্যান্য সুনির্দিষ্ট কিছু প্রোগ্রাম নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য আমাদের অগোচরে উইন্ডোজ চালু হওয়ার সাথে সাথে চালু হয় এবং বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়। যেমনঃ Alt+ Ctrl + Del চেপে উইন্ডোজ টাস্ক ম্যানেজার চালু করলে এর প্রোসেস ট্যাবে যে প্রসেসগুলি দেখা যায় তা এই মূহুর্তে ব্যাকগ্রাউন্ডে রান করছে

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

এমন প্রোগ্রামগুলিকে শো করে এবং মেমোরী কতটুকু ব্যবহার করছে সেটিও দেখায়।

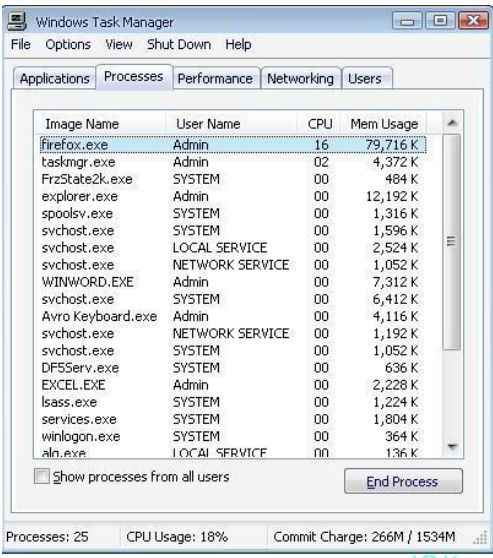

এছাড়া স্টার্ট মেনু থেকে রান এ ক্লিক করে লিখুন- services.msc এবং এন্টার কি চাপুন। services ডায়ালগ বক্স চালু হবে। এখানে যে সমস্ত সার্ভিস ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করছে তার লিস্ট দেখা যায়। নাম, বর্ননা, স্ট্যাটাস, চালু হওয়ার ধরন ইত্যাদি দেখতে পাবেন। এখান থেকে ইচ্ছা করলে আপনার যে সমস্ত প্রোগ্রাম খুব কম কাজে লাগে সেগুলির চালু হওয়ার ধরন, স্ট্যাটাস পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনি কম্পিউটারের মেমোরী

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

অনেকখানি খালি করতে পারেন।

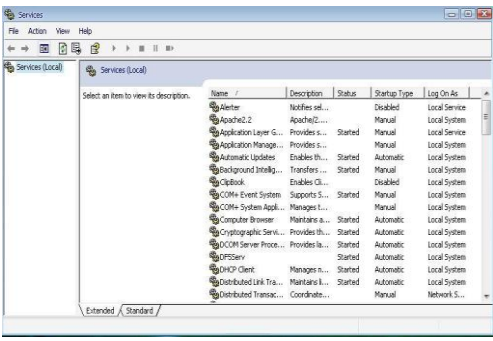

৪. ভাইরাস সমস্যাঃ এ শিরোনাম দেখে মনে আপনার মনে হতে পারে টিপস এর মধ্যে আবার ভাইরাস কেন? হ্যা আপনার জন্যই বলছি আজকাল কিছু টুলস পাওয়া যায় ইন্টারনেটে যেগুলি ব্যবহার করে আপনি ভাইরাস কে দূর করতে পারবেন তবে একটু দক্ষ হতে হবে এই যা। সেজন্য ভাইরাসকে ও এই লিস্টে রেখেছি। আর হ্যা ভাইরাসের সমস্যায় পড়েননি এমন উইন্ডোজ ব্যবহারকারী দুনিয়াতে আছে কিনা সন্দেহ সুতরাং উইন্ডোজ পিসি এর অন্যতম সমস্যার কারন এই ভাইরাস নিঃসন্দেহে। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ম, ট্রোজান হর্স প্রোগ্রাম, হ্যাকিং টুল ইত্যাদি তো রয়েছেই।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

৫. অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামঃ

আমাদের দেশে সফটওয়্যার বলতে আমরা বুঝি ৪০ টাকার সিডি। এজন্যেই এই পয়েন্টটি লিখতে হচ্ছে। ৪০ টাকার এক সিডিতে রাজ্যের সব প্রোগ্রাম পাওয়ার পর নিউ-বিদের কাজ হচ্ছে একটার পর একটা ইন্সটল আর ট্রাই। কখনযে কম্পিউটারের বারোটা বেজে যায় খেয়ালই থাকেনা। তাই অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও আপনার কম্পিউটার এর অন্যতম বোঝা। এছাড়া রেজিস্ট্রি এর অপ্রয়োজনীয় বোঝা বৃদ্ধি এর সমস্যা তো আছেই।

৬. উইন্ডোজের বিভিন্ন সেটিংসঃ উইন্ডোজ এক্সপি বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম সেটিংস ব্যবহার করে। এইসব সেটিংস এর বেশকিছু তেমন প্রয়োজনীয় নয় তাই আপনি ইচ্ছা করলে এগুলিকে ডিজ্যাবল করে রাখতে পারেন। এর ফলে আপনার কম্পিউটার এর গতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। উদাহরন স্বরুপঃ উইন্ডোজের বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল

এফেক্ট, সিস্টেম রিস্টোর অপশন, অটোমেটিক আপডেট ফিচার ইত্যাদি। এছাড়া উইন্ডোজ RAM এর সহায়ক হিসেবে একটি বিশেষ মেমোরি ব্যবহার করে যেটিকে ভার্চুয়াল মেমোরি বলে। আপনার হার্ডডিস্কে যদি পর্যাপ্ত জায়গা থাকে তাহলে এটিকে বাড়িয়ে নিয়ে আপনি আপনার পিসি এর পারফরম্যান্স অনেকখানি বৃদ্ধি করতে পারেন।

Tanbir Ahmad Razib
Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//
E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com
Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)

Web Site :: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

পিসির গতি বাড়ানোর টিপস

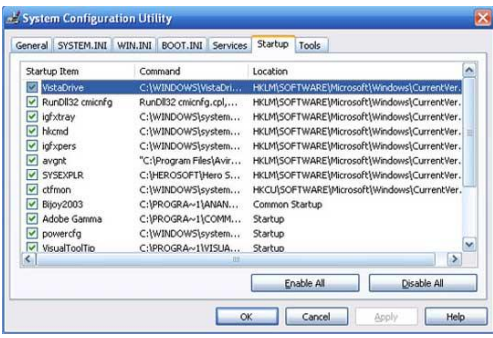

Temporary ফাইল ডিলিট করুনবিভিন্ন : প্রোগ্রাম চলাকালীন অনবরতTemporary ফাইল তৈরি হয় যা ওই প্রোগ্রামের জন্য জরুরি। প্রোগ্রামটি বন্ধ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব টেম্পোরারি ফাইল ডিলিট হবার কথা থাকলেও এসব অপ্রয়োজনীয় ফাইল হার্ডডিস্কের একটি অংশ দখল করে রাখে। এসব টেম্পোরারি ফাইল ডিলিট করলে হার্ডডিস্কের ফ্রি স্পেস বৃদ্ধি পায়, ফলে কম্পিউটারের গতি বৃদ্ধি পাবে। টেম্পোরারি ফাইলগুলো ডিলিট করার জন্য Start মেনু থেকে Run-এ ক্লিক করুন কিংবা কীবোর্ড থেকে Winkey+R প্রেস করুন। Run ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে, এতে \'%temp%\'\' লিখে Enter প্রেস করুন। Temp নামের একটি উইন্ডো ওপেন হবে, এতে প্রদর্শিত সমস্ত ফাইল ডিলিট করে দিন।

টেম্পোরারি ফাইল খোঁজার আরেকটি উপায় হল Search>All files and folder-এ ক্লিক করে টেক্সট বক্সে Õ*.temp' লিখে সার্চ বাটনে ক্লিক করুন। এবার সার্চে প্রাপ্ত সকল ফাইল ডিলিট করুন।

স্টার্টআপ পরিচ্ছন্ন রাখুনকোনো : কম্পিউটারের স্টার্টআপ যত দ্রুত হবে সেই কম্পিউটারের পারফরমেন্স তত বেশি ভাল হবে। Start upএ কোন কোন প্রোগ্রাম লোড হয়েছে তা দেখার জন্য Start মেনু থেকে Run-এ ক্লিক করুন

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

অথবা শর্টকাট কী Win-key+R প্রেস করুন। Run নামে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এর টেক্সট বক্সে টাইপ করুন \'configure\'\'। এবার Ok বাটনে ক্লিক করুন। System Configuration Utility নামের একটি উইন্ডো ওপেন হবে। এবার উইন্ডোটির Startup ট্যাবে ক্লিক করুন। কম্পিউটার স্টার্ট হবার সময় যত প্রোগ্রাম লোড হয় তার একটি লিস্ট দেখা যাবে। প্রতিটি প্রোগ্রামের নামের বাম পাশে টিক চিহ্ন দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলোর নামের উপর থেকে চিহ্ন তুলে দিন। তারপর (চ) কম্পিউটারটি একবার রিস্টার্ট দিন।

ক্যাশ পরিষ্কার রাখুন: যখন কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা হয় তখন তা মেমোরির একটি অংশ দখল করে রাখে। পরে অন্য সাইট খুললেও ক্যাশ মেমোরি আগের ওয়েবসাইটটি মনে রাখে এবং কম্পিউটারের গতি হ্রাস করে। তাই ব্রাউজিং হিস্ট্রি ডিলিট করে ক্যাশ মেমোরি পরিচ্ছন্ন রাখুন।

ব্রাউজিং হিস্ট্রি ডিলিট করার জন্যMozilla Firefox -এর ক্ষেত্রে মেনু থেকে কমান্ড দিন History>Show All History Library নামে একটি উইন্ডো ওপেন হবে। এত প্রদর্শিত ফাইলগুলো ডিলিট করে ক্যাশ মেমোরি ফ্রি রাখুন। Internet Explorer--এর ক্ষেত্রে মেনু থেকে Tools>Delete Browsing History তে ক্লিক করুন। একটি ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে, এর Delete All বাটনে ক্লিক করুন। একটি Warning মেসেজ আসবে, এর Yesবাটনে ক্লিক করুন। ফলে Temporary Internet File, Cookies, History, Form Data, Password ইত্যাদি একসাথে ডিলিট হয়ে যাবে। তাছাড়া এগুলো আলাদা আলাদা করে ডিলিট করার ব্যবস্থাও আছে।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম আনইন্সটল করুন: যে সকল প্রোগ্রাম আপনি কখনোই ব্যবহার করেন না কিংবা আগে ব্যবহার করতেন কিন্তু এখন প্রয়োজন হয় না, এ ধরনের প্রোগ্রামগুলো সিস্টেম থেকে রিমুভ বা Uninstall করে ফেলুন। ফলে সিস্টেমেরFree Space বেড়ে যাবে এবং গতি বৃদ্ধি পাবে। অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম আনইন্সটল করার জন্য Start>Control Panel>Add Or Remove Programs -এ ক্লিক করুন। একটি উইন্ডো ওপেন হবে। সেখান থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামটির নামের উপর Remove বাটনে ক্লিক করে প্রোগ্রামটি সিস্টেম থেকে রিমুভ করে দিন। অপ্রয়োজনীয় ফন্ট আনইন্সটল করুন : অপ্রয়োজনীয় ফন্টগুলো মেমোরির একটি যগা দখল করে রাখে। তাই বড় জা এগুলো আনইন্সটল করা প্রয়োজন তবে লক্ষ্য রাখতে হবে উইন্ডোজের ডিফল্ট ফন্ট যেন ডিলিট হয়ে না যায়। অপ্রয়োজনীয় ফন্টগুলো v Uninstall করতে Start>Control Panel>Fonts-এ ক্লিক করুন। এবার এখান থেকে অপ্রয়োজনীয় ফন্টগুলোর নামের উপর মাউসের রাইট বাটন প্রেস করে Delete বাটনে ক্লিক করুন।

কম্পিউটারে বেশি RAM যোগ করুন: উচ্চ গতিসম্পন্ন উইন্ডোজের স্বাদ পেতে RAM -এর কোনো বিকল্প নেই। ইদানীং কম্পিউটারগুলোতে বেশ উচ্চমানের RAM ব্যবহার করা হয়। তবে আপনি যদি পুরোনো কম্পিউটার ইউজার হয়ে থাকেন এবং আপনার র‍্যামটি যদি ৬৪ বা ১২৮ মেগাবাইটের হয়ে থাকে তবে আরেকটি ২৫৬ বা ৫১২ মেগাবাইটের RAM লাগিয়ে নিয়ে পিসির স্পিড কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। RAM যোগ করার ফলে মাল্টিটাস্কিং এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ একসাথে অনেকগুলো প্রোগ্রাম অনায়াসে রান করতে

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
পারবেন এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের গতি বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি পুরো সিস্টেমের গতি আগের চেয়ে অনেকাংশে বেড়ে যাবে।

নিয়মিত Disk Cleanup করুন: আমাদের অজান্তে অনেক অপ্রয়োজনীয় ফাইল কম্পিউটারের মেমোরি দখল করে রাখে। এসব অপ্রয়োজনীয় ফাইল খুঁজে বের করার উপযুক্ত উপায় হল ডিস্ক ক্লিনআপ। ডিস্ক ক্লিনআপ করার জন্য Start>Accessories> System tools>Disk Cleanup-এ ক্লিক করুন। Select Drive উইন্ডো আসবে। এতে ড্রাইভ সিলেক্ট করে Ok বাটন প্রেস করুন। Disk Cleanup উইন্ডো আসবে। View File অপশনে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো ডিলিট করে দিন। এছাড়া উরংশ Disk Cleanup উইন্ডোতে More Option ট্যাবে ক্লিক করে ক্যাটাগরি অনুসারে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলি রিমুভ করতে পারেন।

নিয়মিত ডিস্ক ডিফ্র্যাগ করুন: ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার কম্পিউটারের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ডাটাগুলোকে এক জায়গায় এনে পিসির পারফরম্যান্স বা অ্যাকসেস গতি বাড়িয়ে দেয়। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ডিস্ক ডিফ্র্যাগ করলে সিস্টেমের গতি অনেক বেড়ে যায়। এজন্য >Accessories>System Tools>Disk Defragmenter- এ ক্লিক করুন। ডিস্ক ডিফ্র্যাগ উইন্ডো ওপেন হবে। এতে ড্রাইভ সিলেক্ট করে Close বাটনে ক্লিক করুন। একটি মেসেজ আসবে, রিপোর্ট দেখা যাবে আর রিপোর্ট দেখতে না চাইলে ঈষড়ংব বাটনে ক্লিক করে দ্বিতীয় ড্রাইভটি সিলেক্ট করে আগের নিয়ম অনুসারে সবগুলো ড্রাইভ ডিফ্র্যাগ করে নিন।

ডিস্ক স্পেস ফ্রি রাখুন: আপনার হার্ডডিস্ক

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

যতই বড় হোক না কেন একটি ড্রাইভের কমপক্ষে ৩০স্পেস খালি রাখুন। % -%৩০এর কম জায়গা থাকলে সিস্টেমের গতি হ্রাস পায়।

স্টার্টমেনু স্পিডআপ করুনউইন্ডোজ : এক্সপিতে ডিফল্টভাবে স্টার্টমেনুর স্পিড স্লো কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে এর গতি বাড়িয়ে দিতে পারেন। এজন্য Start>Run--এ ক্লিক করুন। রান ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে। এই বক্সের টেক্সট বক্সে টাইপ করুন \'regedit\' এবার ok বাটন প্রেস করুন। Registry Editor উইন্ডো ওপেন হবে। এই উইন্ডোর বামপাশের ক্যাটাগরি থেকে HKEY_CURRENT_USER>Control Panel>Dekstop>Menushowdelay তে ডাবল ক্লিক করুন। Edit String উইন্ডো ওপেন হবে। এতে Value Data টেক্সট বক্সের মান '১' লিখে এন্টার চাপুন। লক্ষ্য করুন স্টার্টমেনুর স্পিড অনেক বেড়ে গেছে।

মাউস স্পিড বৃদ্ধি করুন: মাউস ধীর গতিতে কাজ করছে? ভাবছেন মাউসটি ভাল মানের নয় কিন্তু জানেন কি আপনি চাইলে সহজে মাউসস্পিড বাড়িয়ে দিতে পারেন। এজন্য Start>Run>Regedit লিখেok বাটনে ক্লিক করুন। একটি উইন্ডো ওপেন হবে। HKEY_CURRENT_USER>Control Panel>Mouse>Mousespeed- -এ ডাবল ক্লিক করে মান বাড়িয়ে দিন।

পিসি ভাইরাসমুক্ত রাখুন: কম্পিউটার ধীর গতির হবার একটা সাধারণ কারণ হল কম্পিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হওয়া। ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কম্পিউটার ধীর গতির হয়ে যাবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কিছু সিস্টেম ফাইল ও প্রোগ্রাম হারিয়ে যেতে পারে। এজন্য সব সময় একটি আপডেট এন্টিভাইরাস দিয়ে কম্পিউটারের সকল ড্রাইভ স্ক্যান করুন। কম্পিউটার অতিরিক্ত ভাইরাস আক্রান্ত

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

হলে C ড্রাইভটি ফরম্যাট করুন। আর সাধারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে System Restore করে দেখতে পারেন। সিস্টেম রিস্টোর করার জন্য মেনু থেকে Start>All Programs> Accessories>System Tools>System Restore -এ গিয়ে কম্পিউটার ভাইরাসমুক্ত ছিল এমন একটি তারিখ সিলেক্ট করে দিন। তাহলে কম্পিউটারটি আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে ডিফল্ট ফোল্ডার পরিবর্তন করা

উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার এমন একটি টুল যা ব্যবহারকারীকে কম্পিউটারের সকল ফোল্ডার ও ফাইলসমূহ এক্সেস করার সুবিধা দেয়। তাছাড়া এই টুলের মাধ্যমে যে কোন ফাইল ও ফোল্ডার কপি, স্থানান্তর, ফরমেট, ডিফ্র্যাগ করা সহ প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি ধরনের কাজ সম্পন্ন করা যায়। উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ওপেন করার পর এতে ডিফল্ট ফোল্ডার থাকে My Documents। তবে এই ডিফল্ট ফোল্ডার পরিবর্তন করা যায় সহজে। উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে ডিফল্ট ফোল্ডার পরিবর্তন করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরণ করুনঃ

১) Start বাটনে ক্লিক করে All Programs->Accessories->Windows Explorer নির্বাচন করা অবস্থায় রাইট ক্লিক করুন এবং Properties এ ক্লিক করুন।

২) এবার একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হয়। এতে Target বক্সে %SystemRoot%\explorer.exe লক্ষ্য করা যায়।

৩) উপরোক্ত Target বক্সে লাইনের শেষে টেক্সট /n, /e, /select, C:\ যোগ করুন। ফলে Target বক্সে %SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, /select, C:\ প্রদর্শিত হয়।

৪) এই পর্যায়ে OK বাটনে ক্লিক

TANBIR 01738359555
করুন।
৫) এখন উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ওপেন করুন এবং ডিফল্ট ফোল্ডারটি লক্ষ্য করুন। এতে সকল ফোল্ডার ও ড্রাইভ সমূহ প্রদর্শিত হয়।
এভাবে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে ডিফল্ট ফোল্ডার পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

পিসির পারফরম্যান্স বৃদ্ধির আরও কয়েকটি টিপস

স্টার্টমেনু থেকে রান ডায়ালগ বক্স ওপেন করে টেক্সট বক্সে লিখুন \'\'Tree\'। একটি কালো পর্দা ওপেন হয়ে নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যাবে।
রান ডায়ালগ বক্সের টেক্সট বক্সে লিখুন \'Pref etch\' তারপর কীবোর্ড থেকে এন্টার কী প্রেস করুন। প্রিফেচ উইন্ডো ওপেন হলে সমস্ত ফাইল Shift+Delet করে দিন। এছাড়া রান টেক্সট বক্সে \'temp লিখে এন্টার প্রেস করুন। একটি নতুন উইন্ডো ওপেন হবে। এখান থেকে সমস্ত ফাইল ও ফোল্ডার শিফট সহকারে ডিলিট করুন।
রান ডায়ালগ বক্স খুলে টাইপ করুন \'ৎবপবহঃ\', এবার কীবোর্ড থেকে এন্টার কী প্রেস করুন। My Recent Document নামক একটি উইন্ডো খুলবে। এবার সব ফাইল ডিলিট করুন। কারণ রিসেন্ট ডকুমেন্ট মেমোরির অনেক জায়গা দখল করে রাখে ফলে সিস্টেম ধীরগতির হতে পারে। উপরোক্ত কমান্ডসমূহ নিয়মিত প্রয়োগের ফলে কম্পিউটারের পারফরম্যান্স কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555

কিভাবে পিসির ট্রাবলশুটিং করবেন

কম্পিউটার কিনেছেন এবং ব্যবহার করছেন বেশ ভালভাবে। কম্পিউটারের খুঁটিনাটি অনেক কিছু বুঝতে পারছেন না। তবে সাধারণ টুকিটাকি কাজ করতে পারছেন। পরিচিত দু'একজনের নিকট হতে সহায়তা নিচ্ছেন। প্রথমদিকে তেমন কোনো সমস্যা বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ দেখলেন আপনার কম্পিউটার আগের মতো পারফরমেন্স দিচ্ছে না। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা প্রায়ই লেগে আছে। যেমন কম্পিউটারের গতি অনেক কমে গেছে, উইন্ডোজ আপডেট বা হালনাগাদ করতে গেলে সমস্যা হয়, সহজে ভাইরাস আক্রান্ত হচ্ছে ইত্যাদি। পরিচিত দু'একজনের নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলে, এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে হবে, তারপর উইন্ডোজের টেম্পরারি ফাইল মুছে ফেলে দিতে হবে, ডেস্কটপে ফাইল সংরক্ষণ করা যাবে না, কুকি ফাইলসমূহ মুছে ফেলতে হবে, অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম আনইনস্টল করতে হবে ইত্যাদি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াসমূহ কিভাবে সম্পন্ন করবেন তা বুঝতে পারছেন না। এ ধরনের সমস্যার সহজ সমাধান পেলে কেমন হত? নিশ্চয় মন্দ না। আসুন তাহলে শুরু করা যাক। এবার লক্ষ্য করুন এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকুন।

কিভাবে পিসির গতি বাড়ানো করা যায়

অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন, পিসি কিছুদিন পরে অস্বাভাবিক ধীরগতি

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। কোন কাজই ঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় না। পিসি হ্যাং হয়ে যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিসি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে ধীরগতি তো রয়েছে। এতে করে ব্যবহারকারীর মেজাজ বিগড়ে যায়। তবে হার্ডওয়্যারের সমস্যা যেমন RAM, পাওয়ার ইউনিট, মাদারবোর্ড ইত্যাদিতে কোনো সমস্যা না হলে ব্যবহারকারীর সচেতনতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায় সহজেই। সেক্ষেত্রে আমরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরন করতে পারেনঃ

স্টার্টআপ প্রোগ্রামে শুরুতেই সময় ক্ষেপণ

কম্পিউটার ওপেন করে দ্রুত জরুরী কাজ সারবেন। এমন সময় দেখলেন কম্পিউটার স্টার্ট হওয়ার পর অনেক সময় নিচ্ছে। সাধারণত কম্পিউটার চালু করার সঙ্গে যেসব প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে তাতে করে শুরুতেই কিছু সময় লাগে বটে। যদি অনেক প্রোগ্রাম স্টার্টআপের সময় আসে সেক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক কম্পিউটারটি যথেষ্ট ধীরগতি সম্পন্ন। এজন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া অন্য কোন প্রোগ্রাম স্টার্টআপের সময় চলতে না দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ডিজেবল বা অকার্যকর করে রাখা ভাল। এজন্যে কি করবেন? নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরন করুন।

০১. স্টার্ট মেনু হতে Run এ ক্লিক করে msconfig লিখে এন্টার চাপুন।

T@NB!R 01738359555

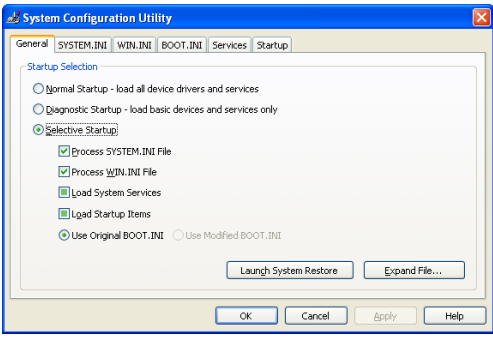

msconfig স্ক্রীণ

০২. একটি উইন্ডো চলে আসে। এখানে Startup ট্যাব নির্বাচন করুন।
০৩. যেসব প্রোগ্রাম শুরুতেই আসার প্রয়োজন নেই সেগুলো টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিন এবং OK চাপুন।
০৪. এবার কম্পিউটারটি রিস্টার্ট দিন। কম্পিউটার রিস্টার্ট হবার পর System Configuration Utility একটি উইন্ডো চলে আসে।
এই অপশন নির্বাচন করে OK বাটনে ক্লিক করুন। ফলে আর অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ হবে না।

নতুন নতুন সফটওয়্যার ইনস্টলে সচেতনতা অবলম্বন

কিছু ব্যবহারকারী রয়েছে যারা নতুন নতুন সফট্ওয়্যারের সন্ধান পেলে উল্লসিত হয়ে কিছু না বুঝে ওঠার আগেই ইনস্টল করা শুরু করেন। এতে অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটে যেতে পারে। বেশির ভাগ ফ্রি সফট্ওয়্যারে স্পাইওয়্যার, ভাইরাস লুকায়িত থাকে। ইনস্টল করার সঙ্গে সঙ্গে এইসব অনাকাঙ্খিত প্রোগ্রাম কম্পিউটারের অভ্যন্তরে কাজ শুরু করে দেয়। তাছাড়া যত বেশি সফট্ওয়্যার ইনস্টল করবেন ততই কম্পিউটার ধীরগতি সম্পন্ন হবে হার্ডডিস্কের সিস্টেম ড্রাইভে বেশি লোড হতে থাকার কারণে এবং রেজিস্ট্রিতে বাড়তি চাপ আসার ফলে। এক্ষেত্রে সমাধান সম্ভব কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয়

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

প্রোগ্রাম আনইনস্টল করার মাধ্যমে। কন্ট্রোল প্যানেল থেকে এ কার্যক্রম শুরু করতে হয়।

ভাইরাস থেকে সাবধান

যে কোনো অনাকাঙ্খিত প্রোগ্রাম বা ভাইরাস থেকে আপনার কম্পিউটারকে সুরক্ষিত রাখলে হলে একটি ভাল এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করা উচিত। এক্ষেত্রে লাইসেন্স করা এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করাই শ্রেয়। তবে এটা সম্ভব না হলে একটি ভাল এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামে ফ্রি সংস্করণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

টেম্পরারি ফাইল, কুকি এবং রেজিস্ট্রি পরিষ্কার রাখা

কম্পিউটারে কাজ করতে থাকলে এবং সেই সঙ্গে সফট্ওয়্যার ইনস্টল ও আনইনস্টল করার সময় নিজে নিজেই টেম্পরারি ফাইল তৈরি হতে থাকে। এর ফলে কম্পিউটারটি ধীরগতি সম্পন্ন হয়। এই টেম্পরারি ফাইল মুছে ফেলতে কি করতে হবে। এজন্যে যা করতে হবে তা নিম্নরূপঃ

০১. স্টার্ট মেনু হতে Run এ ক্লিক করে %temp% লিখে এন্টার চাপুন।
০২. এবার সকল ফাইল নির্বাচন করে মুছে ফেলুন।

ব্রাউজ করার সময় কম্পিউটারে কুকি ফাইল জমা হতে থাকে। এর অধিকাংশ ফাইল অপ্রয়োজনীয়। এই ফাইলগুলো কম্পিউটারকে ধীরগতি সম্পন্ন করে। ফায়ারফক্স এ এই কুকি সমূহ মুছে ফেলতে এই ব্রাউজার প্রোগ্রাম ওপেন অবস্থায় Tools এ ক্লিক করুন। এরপর Option এ ক্লিক করুন এবং তারপরে Privacy ট্যাব নির্বাচন করুন।

এবার Clear Private Data Now অপশন নির্বাচন করুন। এবার OK ক্লিক করুন। অবশ্য এক্ষেত্রে ফায়ারফক্স

ব্রাউজার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত।
অন্যদিকে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে এই কুকি সমূহ মুছে ফেলতে এই ব্রাউজার প্রোগ্রাম ওপেন অবস্থায় Tools এ ক্লিক করুন।
এরপর Internet Options ক্লিক করুন এবং General ট্যাবের অধীন Delete Cookies… এ ক্লিক করুন।
এরপর OK ক্লিক করুন এবং আবার OK ক্লিক করুন।

উইন্ডোজে কপিরাইট ও হালনাগাদ করার সমস্যা

সাধারনত উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা প্রায়ই দেখা দেয়। আর তা হচ্ছে উইন্ডোজের কপিরাইট ও হালনাগাদ করার সমস্যা। কারণ, আমাদের দেশে বেশিরভাগ ব্যবহারকারী উইন্ডোজের লাইসেন্সবিহীন কপি ব্যবহার করে থাকেন। যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন, অধিকাংশ ব্যবহারকারী না বুঝেই ডেস্কটপের টাস্কবারে প্রদর্শিত Your computer might be risk এই অপশনে ক্লিক করেন এবং পরবর্তী ধাপসমূহে অগ্রসর হতে থাকেন। ফলে শেষ পর্যন্ত উইন্ডোজ জেনুইন বা কপিরাইট সমস্যা দেখা দেয়। আমরা এই সমস্যার সমাধানে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরন করুনঃ

১) প্রথমে ডেস্কটপে My Computer নির্বাচন করা অবস্থায় রাইট ক্লিক করুন এবং তারপরে Property তে ক্লিক করুন। এখানে Automatic Updates ট্যাবে ক্লিক করুন। এর অধীনে Turn Off Automatic Updates অপশন নির্বাচন করুন।

২) এরপরে Hardware ট্যাবে ক্লিক করুন। এর অধীনে Windows Update এ ক্লিক করুন। এবার Click

Never Search Windows Update for Driver অপশন নির্বাচন করুন এবং OK বাটনে ক্লিক করুন। আবার OK বাটনে ক্লিক করুন।
৩) এবার স্টার্ট বাটনের অধীন Run অপশনে ক্লিক করুন। এখানে msconfig লিখে এন্টার চাপুন।
৪) BOOT.INI ট্যাবে ক্লিক করে Check All Boot Paths নির্বাচন করার পর OK বাটনে ক্লিক করুন। আবার OK বাটনে ক্লিক করুন।
৫) এই পর্যায়ে RESTART অপশন আসে। RESTART বাটনে ক্লিক করলে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হবার পর পুনরায় চালু হতে থাকে। রিস্টার্ট হবার পর System Configuration Utility একটি উইন্ডো চলে আসে। এই অপশন নির্বাচন করে OK বাটনে ক্লিক করুন। ফলে পূর্বে প্রদর্শিত আপনার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের কপিরাইট ও হালনাগাদ করার সমস্যা দেখা দিবে না।

ফায়ার ফক্স ব্যবহার করুন এবং এর গতি বাড়ান

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীগণ সাধারণত মাইক্রোসফটের ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে থাকেন। আর এতে যে কোন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে গেলে একটি সমস্যার মধ্যে পড়েন। সেটি হচ্ছে ব্রাউজার প্রোগ্রাম ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার হ্যাং হয়ে যায়। আর তা হয়ে থাকে সহজেই ভাইরাস আক্রান্ত হবার ফলে। তবে এ ধরনের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারেন ফায়ার ফক্স ব্রাউজার প্রোগ্রাম ব্যবহারের মাধ্যমে। এছাড়া ফায়ার ফক্স ব্রাউজার প্রোগ্রামের গতি বাড়িয়ে আরো স্বাচ্ছন্দে

T@NB!R 01738359555
প্রয়োজনীয় তথ্য ব্রাউজ করতে পারেন। বিনামূল্যে ফায়ার ফক্স ব্রাউজার প্রোগ্রাম ডাউনলোড করা যায় এবং ডাউনলোড সম্পন্ন হলে তা ইনস্টল করুন। এরপরে ডিফল্ট ব্রাউজার হিসেবে ব্যবহার করুন। ফায়ার ফক্স ডিফল্ট সেটিংস থাকা অবস্থায় ওপেন করলে অতিরিক্ত কাজ করার দরুন সময় বেশি লাগে। সেজন্যে কিছু সেটিংস পরিবর্তন করা ভাল। এবার আসুন ফায়ার ফক্সের গতি কিভাবে বাড়ানো যায় তা লক্ষ্য করি –

১) প্রথমে ফায়ার ফক্স ওপেন বা খোলার পর এড্রেসবারে লিখুনঃ about:config| এখানে প্রয়োজনীয় সেটিংস সমূহ প্রদর্শিত হয়।

২) এবার ফিল্টার বক্সে লিখুন network.http.pipelining| এটি লিখার সঙ্গে সঙ্গে তা নিম্নে প্রদর্শিত হয়। এর ডানপার্শ্বে ক্লিক করে এর ভেল্যু False থেকে True নির্বাচন করুন। ৩) একইভাবে network.http.proxy.pipelining এর ভেল্যু False থেকে True নির্বাচন করুন।

৪) এরপর ফিল্টারবক্সে network.http.pipelining.maxrequests লিখুন। এর ভেল্যু 8 নির্বাচন করুন।

৫) একটি প্রিফারেন্স নাও থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে nglayout.initialpaint.delay| সেক্ষেত্রে এই উইন্ডোতে থাকা অবস্থায় রাইট ক্লিক করুন। এখানে New>Integer হতে নতুন প্রিফারেন্সের নাম লিখুন। এবার এতে ভেল্যু 0 দিন। এই পর্যায়ে ফায়ার ফক্স বন্ধ করে আবার চালু করুন। ফলে আগের চেয়ে বেশি গতিতে ফায়ার ফক্সে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা যাবে।

T@NB!R 01738359555

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

উপরোক্ত টিপস্ এন্ড ট্রিকস্ এর সহায়তায় আপনার কম্পিউটারকে নিঃসন্দেহে অনেকটা গতিশীল ও কার্যক্ষম করে তুলতে পেরেছেন। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের আরো ট্রাবলশুটিং এর মাধ্যমে কম্পিউটারকে আরো কার্যকর করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে সচেতন হতে হবে। কার্যকরভাবে কম্পিউটারের ট্রাবলশুটিং করতে পারলে পিসির পারফর্মান্স ব্যাপারে আপনি নিজেই নিশ্চিত থাকতে পারবেন। এ সংক্রান্ত আরো টিপস্ এন্ড ট্রিকস্ নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করা হবে।

উইন্ডোজ XP র গতি বাড়ান

T@NB!R 01738-359555

প্রেমের বিয়ের নাকি একটাই সমস্যা, বিয়ের কয়েক বছর পর প্রেমিক বা প্রেমিকার তখন) স্বামীমুখে (স্ত্রী- প্রায়ই শোনা যায় একটি অভিযোগ_ তুমি কেমন জানি হয়ে গেছ কিংবা তুমি আর আগের মতো নেই। অথচ একটু কৌশল করলেই সব সময়ই চিরনতুন করে তুলতে পারেন প্রিয়জনকে। আর তখন মনেই হবে না পুরনো হয়ে গেছে মনের মানুষটি। না প্রিয় পাঠক, আপনি ভুল করে অন্য পাতায় চলে আসেননি। এটা তথ্যপ্রযুক্তির পাতা। তবে কি লেখাটা ভুল? আগে সিদ্ধান্ত নেবেন না প্লিজ। এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওপরের উদাহরণের প্রেমিকপ্রেমিকার জায়গায় - নিজেকে এবং উইন্ডোজ এক্সপিকে কল্পনা করুন। কি, এখন প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে? আসলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে সাধারণ অভিযোগ_ যখন নতুন কম্পিউটার কিনে উইন্ডোজ এক্সপি

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

ইনস্টল করেছিলাম, তখন কম্পিউটার অনেক দ্রুত কাজ করত। কিন্তু এখন ভীষণ স্লো হয়ে গেছে। আর আগের মতো নেই। সহজ সমাধান_ একটু কৌশল করুন। উইন্ডোজ এক্সপির কিছু সেটিংস রয়েছে, যা পরিবর্তন করলে আপনার পিসি আবার নতুন হয়ে উঠবে। কাজ করবে আগের মতোই আকর্ষণীয় গতিতে। এরকমই কিছু কৌশল নিয়ে আজকের আলোচনা।

পরিষ্কার করুন prefetch ফোল্ডার

এক্সপিতে নামের একটি ফোল্ডার রয়েছে, যাতে আপনার রান করা বিভিন্ন প্রোগ্রামের শর্টকাট সংরক্ষণ করা হয়। এতে পরে প্রোগ্রামটি রান করলে তা দ্রুত চালু হয়। তবে সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ফোল্ডারে ফাইলের পরিমাণ বাড়তে থাকে, ফলে পিসি স্লো হয়ে যায়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য c:\windows\prefetch ফোল্ডারে যান। এবার এই ফোল্ডারের সব ফাইল মুছে দিন। এবার পিসি রিস্টার্ট করুন।

প্রোগ্রাম প্রায়োরিটি সেট করুন

অনেক সময় আপনাকে একসঙ্গে অনেক সফটওয়্যার চালাতে হয়, ফলে কাজ করতে সময় বেশি লাগে। আপনি চাইলে এসব সফটওয়্যারের মধ্যে যেটি বেশি প্রয়োজনীয়, সেটির জন্য মেমোরি বাড়িয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এজন্য সব সফটওয়্যার চালু থাকা অবস্থায় CTRL+ALT+DEL চেপে টাস্ক ম্যানেজার চালু করুন। এবার applications ট্যাবে যান। যে প্রোগ্রামটির গতি বাড়াতে চান, তাতে রাইট ক্লিক করে মড় go to process সিলেক্ট করুন। এতে ওই প্রোগ্রামের প্রোসেসটি সিলেক্ট হবে। এবার এতে রাইট ক্লিক করে set priority থেকে যরময সিলেক্ট করুন। তবে ভুলেও

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
Realtime সিলেক্ট করবেন না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

ফাইল Indexing বন্ধ করুন
এন্ডিপ হার্ডডিস্কের ফাইল সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য তালিকা তৈরি করে রাখে। এই প্রক্রিয়াকে ইন্ডেক্সিং বলা হয়। তবে এটি অনেক মেমোরি দখল করে পিসি গতি কমিয়ে দেয়। তাছাড়া এটি খুব বেশি কাজেও লাগে না। তাই এটি বন্ধ করে দিন। এজন্য কন্ট্রোল প্যানেলে যান) Start>Control Panel)। এবার Add/Remove Programs চালু করুন। এ Windows Components ক্লিক করুন। নতুন আসা উইন্ডোর Indexing Service-এর টিক চিহ্ন তুলে দিয়ে OK-তে ক্লিক করুন।

অপ্রয়োজনীয় ভিজুয়য়াল ইফেক্ট বন্ধ করুন
এন্ডিপতে বিভিন্ন ধরনের ভিজুয়য়াল ইফেক্ট রয়েছে। এটি পিসির চেহারাকে সুন্দর করলেও পাশাপাশি গতি কমিয়ে দেয় ভীষণভাবে। এসব ভিজুয়য়াল ইফেক্ট বন্ধ করে দিন, পিসির গতি দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। এজন্য ডেস্কটপে মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে সিলেক্ট করুন। সিস্টেম প্রোপার্টিজ উইন্ডো ওপেন হবে। এবার ট্যাবে যান। এখন এর নিচের বাটনে ক্লিক করুন। নতুন আসা উইন্ডোতে সিলেক্ট করে এ ক্লিক করুন।

T@NB!R 01738-359 555

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

পিসি ফরম্যাট না করে ভাইরাস দূর করবেন কীভাবে?

আমরা প্রায় সবাই জানি,এক্সপি সেটাপ দিলে শুধু সিস্টেম ড্রাইভ(যে ড্রাইভে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা আছে) ফরম্যাট হয়,অন্য ড্রাইভগুলো অপরিবর্তিত থাকে।ফলে সিস্টেম ড্রাইভে যদি ভাইরাস থাকে,তা ডিলিট হয়ে যায়,কিন্তু অন্য ড্রাইভের ভাইরাস গুলো আগের মতই পিসিতে সংসার বেঁধে বসে থাকে।তার উপর এসব ভাইরাস যদি হয় এতই মারাত্বক যে,তার জন্য এন্টিভাইরাসই ইন্সটল করা যায় না,তাহলে পিসির এসব ভাইরাস পিসিতেই থাকবে।তাহলে কি পিসি ফরম্যাট করা(কম্পিউটারের সব ডাটা জলাঞ্জলি দেয়া)ছাড়া কোনো উপায় নেই?অবশ্যই আছে।বন্ধুরা,এই বিষয়টি নিয়েই আমার আজকের এই লেখা।

সাধারনত যে সকল ভাইরাস আপনার পিসিতে এন্টিভাইরাস ইন্সটল করতে দেয় না,তারা আপনার পিসিতে সক্রিয় আছে বলেই তারা আপনাকে এন্টিভাইরাস ইন্সটল করা থেকে বিরত রাখতে পারে।সুতরাং,এমন কিছু করতে হবে যেনো,ভাইরাসগুলো সক্রিয় না থাকে।

পিসিতে ভাইরাস তখনই সক্রিয় হয়,যখন আপনি আপনার পিসির ড্রাইভগুলো ওপেন করেন।ধরুন,আপনার পিসিতে সিস্টেম ড্রাইভ ছাড়া অন্য ড্রাইভে ভাইরাস আছে।এখন আপনি যদি এক্সপি সেটাপ দিয়ে আবার আপনার ড্রাইভগুলো ওপেন করেন,তাহলে ভাইরাসগুলো আবার

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

সক্রিয় হবে। সুতরাং যা করতে হবে.....

১) আপনি এক্সপি সেটাপ দিন।

২) এখুনি মাদারবোর্ডের সিডির সফটওয়্যারগুলো (সাউন্ড,ল্যান,চিপসেট, ভিডিও) ইন্সটল করবেন না।

৩) এক্সপি সেটাপের পরে প্রথম যখন কম্পিউটারটি অন করবেন তখন "MY computer" এ বা এর কোনো ড্রাইভেও যাবেন না। এর ফলে আপনার পিসির ভাইরাসগুলো সক্রিয় হবে না। সরাসরি টাস্ক ম্যানেজার অন করুন (Alt+Ctrl+Delete প্রেস করুন)। ভাইরাসের জন্য যদি আপনার টাস্ক ম্যানেজার ডিজেবল থাকে,সেটাপের পর এনাবল হবে। সুতরাং চিন্তার কোনো কারন নেই।

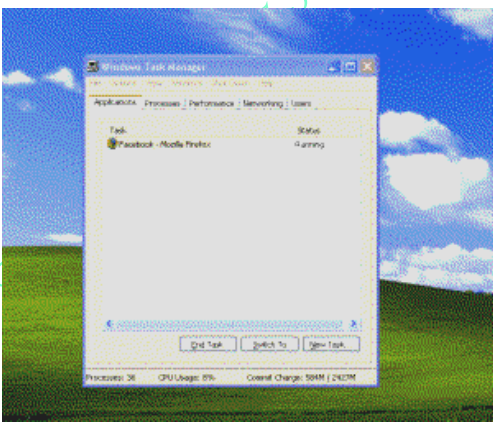

৪) এখান থেকে new task বাটনে ক্লিক করুন। create new task নামে একটি বক্স আসবে।

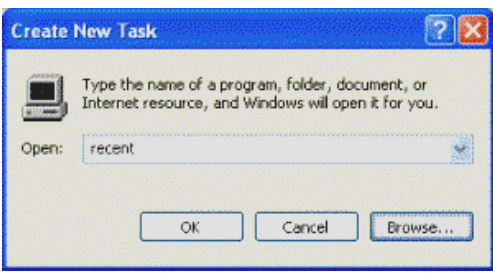

TANBIR 01738359555

৫) এখান থেকে Browse বাটনে ক্লিক করুন। নিচের চিত্রের মতো ব্রাউজিং বক্স আসবে।

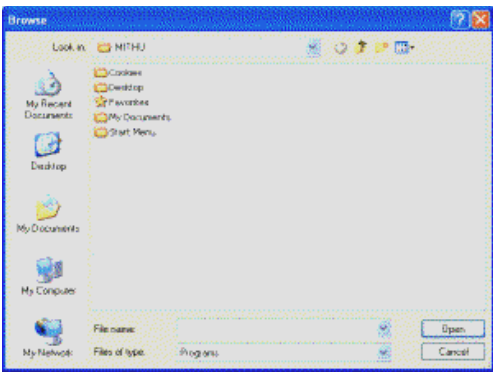

৬) এখান থেকেই আপনার এন্টিভাইরাসের ব্যাকআপ ফাইল যেখানে আছে,সেখানে যান এবং যে ফাইল দিয়ে আপনার এন্টিভাইরাসটি সেটাপ করবেন,অর্থাত যেটি আপনার এন্টিভাইরাসের সেটাপ ফাইল,তা

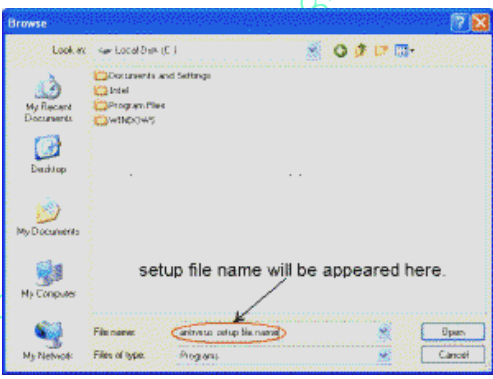

সিলেক্ট করে open বাটনে ক্লিক করুন।

৭) এখন create new task বক্সটির ok বাটনে ক্লিক করুন।

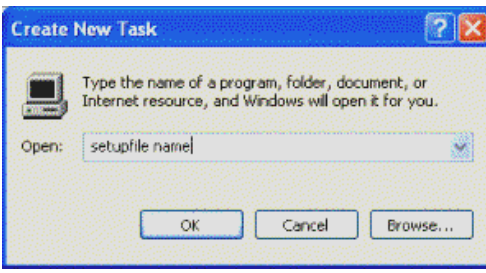

৮) এবার দেখুন,আপনি আপনার এন্টিভাইরাস ইন্সটল করছেন

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

অবলীলায়। তবে আপনার এন্টিভাইরাসের সেটাপ ফাইলটিই যদি ভাইরাসের জন্য নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে,অন্য কোনো এন্টিভাইরাসের সিডি অথবা পেনড্রাইভে ব্যাকআপ ফাইল কালেক্ট করুন। তা থেকে টাস্ক ম্যানেজারের new task->browse->পেনড্রাইভ বা সিডির ব্যাকআপ ফাইল ডিরেক্টরী সিলেক্ট করে open করুন এবং ok বাটনে ক্লিক করে সেটাপ করুন।

৯)পেনড্রাইভ কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর সময় shift প্রেস করে রাখুন যেনো তা নিজ থেকেই ওপেন না হয়।

তবে পিসিতে যদি ভাইরাস আগে থেকেই থাকে সেক্ষেত্রে তো এন্টিভাইরাস ইন্সটল করতেই হবে।

কেন আপনার পছন্দের প্রোগ্রাম নতুন অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে কাজ করে না?

এই সমস্যাটা আমাদের সবসময় হয় যখন নতুন কোন অপারেটিং সিস্টেম আসে। এবং এই নতুন অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আমদের অনেক অভিযোগও থাকে। তার মধ্যে একটি অন্যতম অভিযোগ হল, নতুন অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে আগের অপারেটিং সিস্টেমগুলোর প্রোগ্রাম চলে না।

উদাহরণ হিসেবে Windows seven/7 এর কথা বলি। Windows seven/7 যখন বাজারে আসে তখন কম বেশি সবাই একটি কথা বেশি বলেছিল আর তা হল Windows xp এর প্রোগ্রামগুলো windows seven/7-এ চলে না।

আর আমরা যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করি, তারা সবাই ভুল করি। কারণ

T@NB!R 01738359555

মাইক্রোসফট যখন নতুন কোন অপারেটিং সিস্টেম বাজারে আনে তখন কিন্তু আগের অপারেটিং সিস্টেমগুলোর কথা বিবেচনা করা হয়। আর এই আগের অপারেটিং সিস্টেমগুলোর কথা চিন্তা করতে গিয়ে তার একটি সেবা যোগ করে যার নাম Program Compatibility. এই program compatibility দ্বারা আপনি আপনার আগের অপারেটিং সিস্টেমগুলোর প্রোগ্রাম চালাতে পারবেন খুব সহজে।

তাহলে আসুন দেখিয়ে দিই কিভাবে এর ব্যবহার করতে হবে।

আমি এইখানে Windows seven/7 এর টা দেখিয়ে দিই ।

প্রথমে আপনি আপনার পছন্দের প্রোগ্রাম এর উপর রাইট ক্লিক করে এর Properties -এ যান। এরপর এইখান থেকে Compatibility Tab-এ যান। নিচের মত একটি ছবি আসবে

এখন এইখান থেকে “Run this program in compatibility mode for” এর উপর ঠিক চিহ্ন দিন। দেখুন এইখানে settings

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

থেকে আপনি আপনার প্রোগ্রামের জন্য ভিবিন্ন অপশন ব্যবহার করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, আপনি এইখান থেকে আপনার পছন্দের প্রোগ্রামগুলো কোন অপারেটিং হিসেবে চালু হবে তাও দেখিয়ে দিতে পারবেন। নিচের ছবিটি দেখুন

আশা করি এখন থেকে আর কেউ বলবে না যে, Windows seven/7 সব প্রোগ্রাম চলে না।

"NTLDR file is missing" সমস্যা হলে কি করবেন ?

Windows xp তে আমার কমবেশী সবাই এই ত্রুটিটি সর্ম্পকে জানি, এটি সর্বাপেক্ষা সাধারণ ত্রুটির একটি এটি সিস্টেমে ঘটায়প্রায়ই দেখি । এটির সাধারণ সমাধান না করে আমরা অনেকেই সিস্টেম ফরম্যাট করে নতুন করে Windows xp setup করি কারণ, হয়তো জানি না কিভাবে এটি সমাধান করা যায় । আসুন আগে জানার চেস্টা করি কেন এটি হয় ।

"এই সমস্যাটি ঘটেতে পারে যদি MFT

root folder টি severely fragmented হয়। অথবা যদি MFT মূল ফোল্ডার অনেক ফাইল ধারণ করে, MFT fragmented হতে পারে যদি সেখান একটি অতিরিক্ত বরাদ্দ করা সূচিপত্র (additional allocation index) তৈরি করা হয়। কারণ ফাইল বরাদ্দ করা সূচিপত্রে বর্ণানুক্রমিক ম্যাপ করা হয়, NTLDR ফাইলটি হয়তো দ্বিতীয় allocation index. এ ধাক্কা দেয়। যখন এইটি ঘটায়, আপনি ত্রুটি বার্তা গ্রহন করেন যে , NTLDR is missing . এই অবস্থাটি ঘটেতে পারে যদি একটি program নিয়মিতভাবে তৈরি করে এবং removes temporary files in the root folder , অথবা যদি অনেক ফাইল ভূলের কারনে মূল ফোল্ডারে (root folder) কপি করা হয়।"

আসুন জনে নেই এই ত্রুটিটি যে বড় নয় এবং Windows পার্টিশনের মূল ডিরেক্টরীতে উইন্ডোজ XP সিডি-রম থেকে NTLDR ফাইল কপি করে কিভাবে সমাধান করা যায়।

পদক্ষেপ সমূহ :

১। আপনার কম্পিউটার সিডি-রম ড্রাইভে Windows XP ইনস্টলেশন সিডি ঢোকান এবং Computer Restart করুন।

২। আপনার কম্পিউটারকে CD থেকে Boot করতে Del,F2,F10,F8, যা চাপতে হয় চেপে CD থেকে Boot করতে হবে।

৩।এবার লোডকৃত, Windows XP setup মেনু থেকে আপনাকে Windows Repair "R" select করতে হবে।

৪।এবার স্কীনে আসবে

1:c:\windows
Which windows installation would you like to log into
(to cancel……press enter)

এখন আপনাকে 1 চাপতে হবে

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
এবার আপনার কাম্পউটারে যদি পূর্বে পাশওয়ার্ড দেওয়া থাকে তাহলে সেই এডমিন পাশওয়ার্ড দিয়ে Enter চাপতে হবে ।

৫। এবার স্কীনে আসবে
C:\ Windows>-
এবার CD Rom drive এ প্রবেশ করতে (ধরি আপনার CD Rom drive টি আছে E : তে)
C:\ Windows>e: লিখে Enter চাপতে হবে ।

৬। এবার স্কীনে আসবে
E:\
E:\ dir লিখে Enter চাপতে হবে (Confirm হওয়ার জন্য যে আপনার CD Rom drive টিতে Windows XP আছে) ।

৭। এবার
E:\ copy e:\i386\ntldr c:\ লিখে Enter চাপতে হবে ।
নীচে 1 file(s) Copied লেখাটি আসবে

৮।এবার
E:\ exit লিখে Enter চাপতে হবে ।
ব্যাস আপনার কাজ শেষ ।
এবার Computer Restart হবে এবং আপনার Boot Option পবির্বতন করে HDD করে দিন । দেখুন এখন Computer ঠিক মতো চলছে ।
লেখাটি আমার মতো কম জানা টিউনারদের জন্য সহজ ভাবে লেখা হয়েছে ভুল হলে বলবেন ঠিক করে নিবো ।
সবাইকে ধন্যবাদ ।

T@NB!R 01738-359 555

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

ফোল্ডার অপশন হারিয়ে গেছে আমি যে ভাবে ফিরিয়ে আনি.....

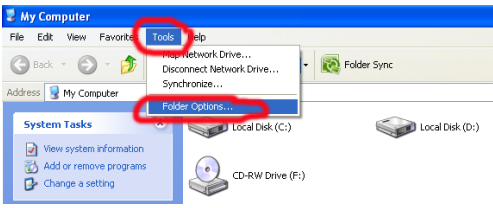

অনেক সময় টুলস্ মেনুর অধীনে ফোল্ডার অপশন হারিয়ে যায়। এটি না থাকলে অনেক বিপত্তিতে পরতে হয়। ধরুন আপনি অপনার কোন গুরুত্বপূর্ন ফোল্ডার বা ফাইল হিডেন করে রেখেছেন কিন্তু আপনার এই ফোল্ডার অপশন হারিয়ে গেছে। এখন আপনি ঐ ফোল্ডার খুলতে পারবেন না।এখন এই অপশন ফিরিয়ে আনতে আপনাকে যা করতে হবে।

স্টার্ট মেন্যুতে ক্লিক করে রান এ ক্লিক করতে হবে (এই রান কমান্ড আপনি কি বোর্ড থেকে উইন্ডোজ কি+আর চেপে ও পেতে পারেন)। এর পর

রান কমান্ডে লিখতে হবে gpedit.msc এর পর ওকে তে ক্লিক করতে হবে।

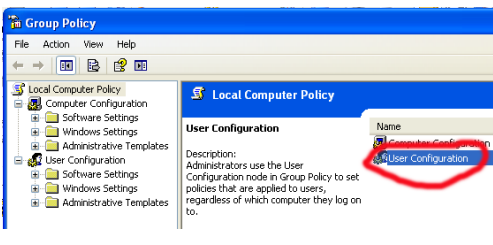

এর পর ইউজার কনফিগারেশন এ দুইবার ক্লিক করে খুলতে হবে।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

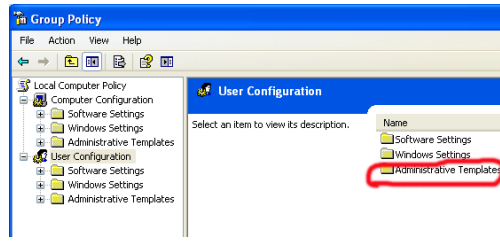

তার পর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টেমপ্লেট এ দুইবার ক্লিক করে খুলতে হবে।

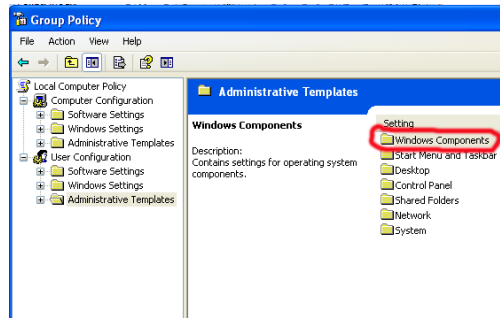

এর পর উইন্ডোজ কম্পোনেন্ট এ দুইবার ক্লিক করে খুলতে হবে।

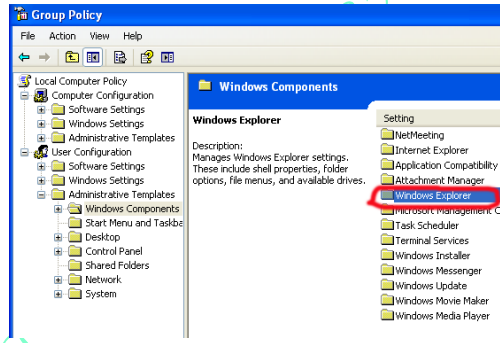

একই ভাবে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার এ দুইবার ক্লিক করে খুলতে হবে।

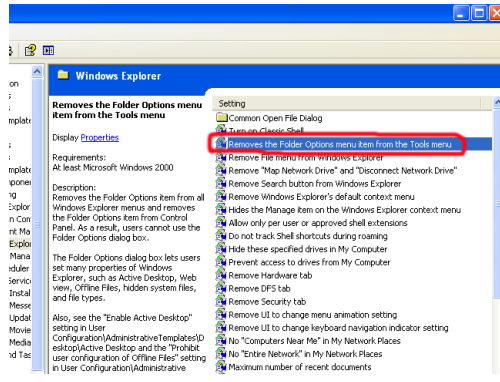

একই ভাবে উই রিমুভ দি ফোল্ডার অপশন এ দুইবার ক্লিক করে খুলতে হবে। এর পর

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

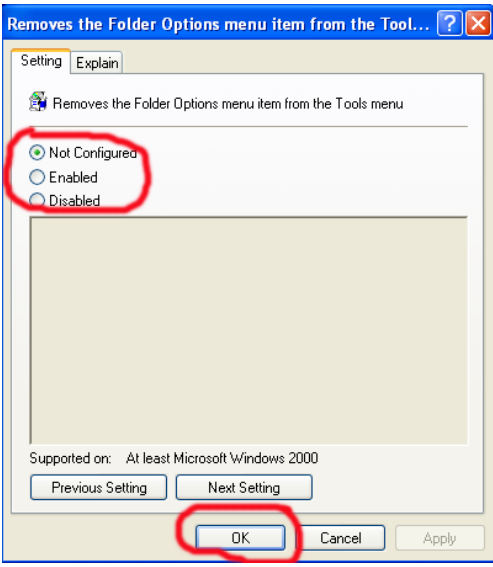

এই ডায়ালগ বক্স থেকে ইনেবল্ড সিলেক্ট করে ওকে করুন এবং পুনরায় নট কোনফিগারড সিলেক্ট করে কম্পিউটারটি রিস্টার্ট দিন আপনি ফোল্ডার অপশনটি পেয়ে যাবেন।

T@NB!R 01738-359 555

Autorun .inf

আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ৯০% ব্যবহারকারীর পেন ড্রাইভে ভাইরাস আছে। এবং প্রায় সবাই গ্রুপ পলিসি বা সাধারন রেজিস্ট্রি টুইকের মাধ্যমে অটোরান একবার না একবার বন্ধ করেছেন। এতে অটোরান ঠিকই বন্ধ হয় কিন্তু এক্সপ্লোর মোডে না গিয়ে ভুলবশত ড্রাইভে ডাবল ক্লিক করলে আপনার কম্পিউটার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে

যায়।

আক্রান্ত পেন ড্রাইভে সাধারনত দুইটি ফাইল থাকে - একটি **Autorun.inf** আর

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

আরেকটি মুল ভাইরাস যা **.exe/.bat/.com** এক্সটেনশনের একটি ফাইল। পেন ড্রাইভ কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করলে অথবা ড্রাইভে ডাবল ক্লিক করলে উইন্ডোজ প্রথমে **Autorun.inf** ফাইলটি পড়ে এবং এর নির্দেশ অনুযাই ভাইরাস ফাইলটি অ্যাকটিভেট করে। এখন যদি উইন্ডোজকে বলা হয় যে **Autorun.inf** ফাইলটি পেন ড্রাইভে নাই, তাহলে ভাইরাসটি আর ওপেন হবে না। এটি করার জন্য নোটপ্যাড ওপেন করে নিম্নের লাইনগুলো কপি/পেষ্ট করুন।

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
@="@SYS:DoesNotExist"

ফাইলটি **.reg** এক্সটেনশনে সেভ করুন এবং তা ওপেন করে **Yes** এ ক্লিক করুন। অথবা এখান থেকে **.reg** ফাইলটি ডাউনলোড করে ওপেন করুন। বাস আপনার কাজ শেষ।

এটি করতে সাধারনত রিস্টার্টের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কাজ না করলে করে দেখুন। ভাইরাসের হাত থেকে সাময়িক মুক্তি লাভ করার জন্য আরেকটি সাধারন উপায় আছে। **Shift** কি চেপে রেখে পেন ড্রাইভ সংযুক্ত করুন এবং কিছুক্ষন পর পেন ড্রাইভ শান্ত হয়ে গেলে ছেড়ে দিন। এরপর **My Computer** এ গিয়ে সরাসরি ড্রাইভে ডাবল ক্লিক না করে উপরের **Explore** বাটনে ক্লিক করুন। এরপর বাঁদিকের প্যান থেকে ড্রাইভে ক্লিক করে আপনার কাজ করুন।

আশা করি আপনি এতে উপকৃত হবেন।

ধন্যবাদ।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

AUTORUN virus মুক্ত কম্পিউটার ১০ সেকেন্ডে

AUTORUN virus এর সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত ।কিন্তু এটি থেকে মুক্তি পাওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। বন্ধুরা,এ থেকে মুক্তি পেতে নিচের ধাপগুল অনুসরন করুনঃ

Go to Start --> Settings --> Control panel > Administrative Tools > Services > Shell Herdware Detection(dule click) > Start up type > Disabled > Apply > Ok . Then u restart your computer.Pendrive & Mc card can not autorun.So that your computer is protct from autorun

T@NB!R 01738-359 555

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

virus.Friends atai amar 1st tune

নোটপ্যাডের মাধ্যমে সিডির অটোরান ডিজেবল/এনাবল করুন খুব সহজেই

নোটপ্যাডের মাধ্যমেও সিডির অটোরান ডিজেবল/এনাবল করা যায় । একাজটি আপনি খুব সামান্য সময়ে করতে পারবেন। প্রথমে আপনাকে start > programs > accessories > accessibility থেকে নোটপ্যাড open করুন তারপর সিডির অটোরান ডিজেবল করতে লিখুন আথবা copy করুন :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]

“AutoRun”=dword:00000000

এরপর DisableAutorun.reg নামে সেভ করুন। এবার সেভকৃত ফাইলটি ডাবল ক্লিক করলে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। Yes ক্লিক করুন। এরপর OK বাটনে ক্লিক করুন। এবার কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন।

সিডির অটোরান এনাবল করতে লিখুন আথবা copy করুন :

Windows Registry Editor Version 5.00

T@NB!R 01738359555

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]

“AutoRun”=dword:00000001

এরপর EnableAutorun.reg নামে সেভ করুন। এবার সেভকৃত ফাইলটি ডাবল ক্লিক করলে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। Yes ক্লিক করুন। এরপর OK বাটনে ক্লিক করুন। এবার কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন। ব্যাস হয়ে গেল সিডির অটোরান ডিজেবল/এনাবল

উইন্ডোজে ওএস এ NTLDR মিসিং হলে করনিয়

বেশীরভাগ কম্পিউটার ব্যবহারকারীই অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ব্যবহার করেন। উইন্ডোজে বিভিন্ন কারণে NTLDR is Missing বা Boot: Couldn’t find NTLDR ম্যাসেজ আসে ফলে উইন্ডোজে প্রবেশ করা যায় না। এক্ষেত্রে অনেকেই উইন্ডোজ নতুন করে ইনস্টল করতে বাধ্য হন। যেসকল কারণে NTLDR মিসিং এর ম্যাসেজ আসে যেগুলো মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ১) NTLDR বা NTDETECT.COM ফাইল নষ্ট

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555
হওয়া, ১) boot.ini ফাইলে ত্রুটি থাকা, ৩) নন বুটেবল সোর্স থেকে বুট করা, ৪) হার্ডডিস্কে সঠিকভাবে বায়োজ সেটআপ না থাকা, ৫) সিস্টেম ড্রাইভের পার্টিশন আপডেট করা, ৬) নতুন হার্ডডিস্ক যোগ করা, ৭) boot sector বা master boot বিকৃত হওয়া, ৮) হার্ডডিস্কে ক্যবলে ত্রুটি থাকা, ৯) নতুন সংযুক্ত ইউএসবি ডিভাইসে ত্রুটি থাকা অথবা ১০) উইন্ডোজ গুরুতরভাবে বিকৃত বা নষ্ট হওয়া। উপরোক্ত যেকোন কারণেই NTLDR মিসিং ম্যাসেজ আসতে পারে। আর বেশীরভাগ সময় ভাইরাসই এসব সমস্যা তৈরীর জন্য দায়ী।

এ থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে হার্ডডিস্কের ক্যবল খুলে ভালভাবে লাগানো বা নতুন ক্যাবল লাগানো অথবা উইন্ডোজের সিডি দ্বারা বুট ফাইলগুলো প্রতিস্থাপন করা। অনেক সময় কম্পিউটার রিস্টার্ট দিলেও সমাধান হয়ে যায়। বুট ফাইলগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য উইন্ডোজের সিডিটি সিডি ড্রাইভে (ধরি উইন্ডোজ c: ড্রাইভে ইনস্টল করা এবং সিডি রম e: ড্রাইভ) প্রবেশ করিয়ে কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন। এখন press any key to boot from the CD

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
আসলে যেকোন কী চাপলে সেটআপ স্ক্রিন আসবে। এখানে সেটআপ মেনু থেকে "R" চেপে রিপিয়ার উইন্ডোতে যান। এবার উইন্ডোজ নির্বাচন করুন (নির্বাচনের জন্য ১ চাপুন) এবং Administrator পাসওয়ার্ড দিয়ে এন্টার করুন তাহলে রুট ড্রাইভের উইন্ডোজ ফোল্ডারে চলে আসবে। এখন copy e:\i386\ntldr c:\ লিখে এন্টার করে copy e:\i386\ntdetect.com c:\ লিখে এন্টার করুন। তাহলে সফলভাবে সিডি থেকে ফাইলদুটি কপি হবে। এবার সিডি রম থেকে উইন্ডোজের সিডি বের করে কম্পিউটার রিস্টার্ট দিন। তবে আপনার কাছে যদি Spotmau PowerSuite (www.spotmau.com) এর সিডি থাকে তবে সিডি থেকে বুট করে Windows Recovery এ ক্লিক করুন। এবার Windows NT/2000/XP/2003 এ ক্লিক করে ডায়ালগ বক্স থেকে Recover NTLDR and NTDETECT এ ক্লিক করুন। এখন NTLDR and NTDETECT ডায়ালগে অপারেটিং সিস্টেম (যেমন, Windows XP) নির্বাচন করে Recover বাটনে ক্লিক করলে

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555
NTLDR ফাইলদ্বয় রিকভার হবে। এখন Spotmau PowerSuite বন্ধ করে সিডি বের করে কম্পিউটার রিস্টার্ট করলেই হবে।

নিজেই বন্ধ করুন বিরক্তিকর Error Reporting

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন প্রোগ্রাম Hang হয়ে গেলে সেটি Close করতে গেলে End Now দেখায়। End Now তে Click করলে আবার Send an Error Report নামে আরেকটি message দেখায় যা অধিকাংশ User এর কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাড়ায়। এটি বন্ধ করতে My Computer এর উপর Right Button Click করে Properties এ যান।

এরপর Advanced Tab Select করে নিচে Error Reporting এ Click করুন।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

এখান থেকে Disable Error Reporting Select করে OK করুন।

এবার Apply করে OK করে বের হয়ে যান। আশা করি এখন আর আপনাকে Error Reporting বিরক্ত করবে না।

আপনার পিসি চলুক এন্টি-ভাইরাস ছাড়া

কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা বলতে গেলে সবাই ভাইরাস থ্রেট ডিটেক্ট নামক ভীতিকর ও বিরক্তিকর বাক্যের সাথে পরিচিত। এন্টি ভাইরাস পিসির কাজের গতি ধীর করে দেয়, মাঝে মধ্যেই ভিত্তিহীন কিছু সংকেত পাঠিয়ে কাজের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়, ফি বছর আবার এন্টি ভাইরাস সেবাদানকারী কোম্পানিগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয়, কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে একটি এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম দিয়ে আপনার দরকারী সব কাজ করতে পারছেন না আবার এদিকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা কিংবা কাজের প্রয়োজনে তথ্যাদি শেয়ার করার খাতিরে এন্টি ভাইরাস এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারও করতে পারছেন না। এই 'শাঁখের করাত' এ পড়ে স্বভাবতই মাথায় একটি প্রশ্ন চলে আসে, তাহল: এন্টি

T@NB!R 01738359555

ভাইরাসকে 'না' বলা যায় কি? হ্যাঁ পাঠক, আপনার জন্য হ্যাঁ-বোধক উত্তরটিই অপেক্ষা করছে। ভাইরাস ও স্পাইওয়্যার থেকে আপনার কম্পিউটারকে মুক্ত রাখতে আপনাকে নিচের নির্দেশনাগুলো আত্মস্থ করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে।

ব্যবহার করুন আসল সফটওয়্যার

আপনার পিসিতে যদি কোন এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল না থাকে তবে পিসি যে স্ট্যান্ডার্ড মানের ও আসল সফটওয়্যার দিয়ে চলছে এ বিষয়টি নিশ্চিত করুন। ধরা যাক, আপনি কোনো নিকটজনের থেকে কোনো ফাইল শেয়ার করেছেন অথবা কোনো শেয়ারওয়ার বা ফ্রিওয়্যার সাইট থেকে আপনার দরকারী কিছু ডাউনলোড করছেন। এখন এন্টিভাইরাস কার্যকর থাকলে আপনি খুব সহজেই ডাউনলোড করা ডাটাগুলো স্ক্যান করে সেগুলোতে ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারতেন। কিন্তু এন্টি-ভাইরাস ছাড়া আপনি বুঝতেই পারবেন না কোনো ফাইল বা ডকুমেন্টে ভাইরাস আছে কি না। সুতরাং, নিরাপত্তার সাথে আপনার অবশ্যই বিশ্বস্ত যে সাইট বা শেয়ারওয়ারগুলো আছে তাতে ব্রাউজ করতে হবে। এখন পর্যন্ত কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের একটা বড় অংশ এভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সুতরাং বিশ্বাস রাখুন, আপনিও পারবেন!

পরোক্ষভাবে আপনার পিসি স্ক্যান করুন

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

আপনার যদি একটির বেশি পিসি থেকে থাকে তবে সেগুলোকে একটি শেয়ারার ডিভাইস দিয়ে একসঙ্গে যুক্ত করে ফেলুন। এখন আপনি যদি একটি পিসিতে এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ইনস্টল করেন, তো যেটি দিয়ে আপনি পুরো সিস্টেমটি স্ক্যান করতে পারবেন অর্থাত্ একটি পিসি থেকে অন্য পিসি'র সব ফাইল-ফোল্ডার কিংবা ড্রাইভগুলো যখন আপনি দেখতে বা খুলতে পারবেন, তখন স্ক্যানার দিয়ে আপনি সবগুলো পিসিই স্ক্যান করতে পারবেন। আর আপনি যদি অনলাইনে বিনা পয়সায় আপনার সিস্টেম স্ক্যান করাতে চান, তাহলে ভিজিট করুন নিচের সাইটগুলোতে-

http://housecall.trendmicro.com

http://www.eset.com/onlinescan

ইন্টারনেট কার্যকর থাকলে এই সাইটগুলো থেকেই আপনি আপনার পিসি স্ক্যান করাতে পারবেন, যার মাধ্যমে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে আপনি ভাইরাস অথবা স্পাইওয়্যার এর কবলে পড়েছেন কি না!

বিল্টইন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করুন

উইন্ডোজ কিংবা অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রামগুলো এখন পর্যন্ত বিল-ইন ফিচার হিসেবে অন্তভর্ূক্ত হয়নি

T@NB!R 01738359555
কিন্তু পিসি ইউজাররা নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে সংগত কারণেই অনেক বেশি ভাবছেন। আপনার পিসিতে খুঁজে পেতে দেখুন, কিছু মেলওয়্যার প্রকেটশন পাবেন যা দিয়ে হয়তো আপনার কিছু প্রয়োজন মিটতে পারে।

আপনার কম্পিউটার চালু হবার সময় যখন অপারেটিং সিস্টেমের লোড নিতে থাকে, তখন আপনার সিস্টেম হার্ডওয়্যার অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলোর সাথে একাত্ম হবার জন্য অপারেটিং সিস্টেম আপনার 'সিস্টেম বায়োস' এ পাওয়া কোডটি ব্যবহার করে। বেশিরভাগ পিসিতেই 'সিস্টেম বায়োস' এর ব্যবহার ব্যতিরেকে এফ২ এবং ডেল প্রেস করে বুটআপ এর সময় অ্যাকসেস করার ব্যবস্থা আছে- যা বুট সেক্টর এর প্রতিরক্ষামূলক একটি ব্যবস্থা এবং আপনি ইচ্ছা করলে এটি অনুসরণ করতে পারেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপনি এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম ইনস্টল না করেও যেই ভাইরাসগুলো আপনার বুট সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, সেগুলো থেকে রক্ষা পাবেন।

স্টার্ট মেন্যু : gpedit.msc

আপনার পিসির ডেস্কটপে'র স্টার্ট মেন্যু ওপেন করুন, 'রান' অপশনে ক্লিক করুন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট্ট একটি সাব-ইউন্ডো খোলার পর সেখানে টাইপ করুন gpedit.msc এবং এন্টার চাপুন। একটি বড় উইন্ডো খুলবে, সেখানে Administrative templateওপেন করুন ও Autorun

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
অপশনটি ডিজঅ্যাবল করে নিন। এখন আপনার পিসিতে ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বা এরকম যন্ত্রাংশ ব্যবহার করলেও অটোরানের মাধ্যমে কোনো ভাইরাস আপনার অজান্তে সিস্টেমে ঢুকতে পারবে না।

ফ্রি অপারেটিং সিস্টেম টুলস

স্পাইওয়্যার হলো একটি বিপজ্জনক সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, যা ইন্টারনেট থাকাকালীন আপনি কি করছেন, কোন সাইটগুলোতে ভিজিট করছেন কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য নিয়েও ঘাটাঘাটি করতে পারে। এ স্পাইওয়্যার বা এই জাতীয় ক্ষতিকর প্রোগ্রামের কবল থেকে বাঁচতে মাইক্রোসফট থেকে উইন্ডোজ ভিসতায় 'উইন্ডোজ ডিফেন্ডার' নামের একটি প্রোগ্রাম দেয়া থাকে যা আপনি উইন্ডোজ এক্সপি এবং উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৩-এও ফ্রি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন।

মেইল আদান-প্রদান করুন সতর্কতার সাথে

মেইলিং এখানকার যুগে একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু আপনার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে যদি আপনার ইনবক্স-এর একটি মেইল থেকে ভাইরাস আপনার সিপিতে আক্রমণ করে বসে, ব্যাপারটা কেমন হবে, একবার ভাবুন তো...। এজন্য অপরিচিত কোন উত্স থেকে পাঠানো ই-মেইল- যেগুলোতে অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে কিছু আছে এমন কোন মেইল

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
ওপেন করবেন না। পারলে এগুলো ডিলিট করে ফেলুন। মাঝে মধ্যে ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মাধ্যমেও ভাইরাস আপনার পিসিতে আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং, এমন কোন মেইলিং এপ্লিকেশন ব্যবহার করুন, যেটার বিল্টইন হিসেবে স্প্যাম চেকার দেয়া আছে। এভাবেই আপনি অ্যান্টি-ভাইরাস প্রোগ্রাম ছাড়া ভাইরাসের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

আজকাল প্রায় প্রতিটা ব্রাউজারেই আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এন্টি-ফিশিং ফিল্টার কিংবা বিপদজনক ওয়েবসাইট, যেগুলোতে ভাইরাস থাকতে পারে, সেগুলোর লিস্ট সরবরাহ করা হয়। আপনার ব্রাউজার থেকে এই ফিচারগুলো ব্যবহার করুন- বোধকরি আপনাকে এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামও ব্যবহার করতে হবে না এবং আপনার কাজকর্মও স্থবির হবে না। মনে রাখুন, এন্টিভাইরাস ছাড়া পিসি চালাতে গেলে পরে আপনার বিচারবুদ্ধিই হবে আপনার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। এর উপর আস্থ রাখুন!

Tanbir Ahmad Razib
Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//
E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com
Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

Web Site :: http://tanbir.99k.org

আর নয় এন্টিভাইরাসঃ নিজেই দূর করুন ভাইরাস ছড়ানো

আমরা অনেকেই হয়তো একটার পর একটা এন্টি ভাইরাস ইন্সটল করে বিরক্ত অথবা বারবার XP সেটআপ দিয়ে ক্লান্ত। কেননা কদিনের মধ্যে ঠিকই পেনড্রাইভ দিয়ে ভাইরাস ঢুকে পড়ে। এজন্য আজ কয়েকটা

T@NBJR 01738359555

সহজ কিন্তু

কার্যকর সমাধান দিই।

১.খুব সহজেই বন্ধ করুন পেনড্রাইভ দিয়ে ভাইরাস ছড়ানো

আগে আমরা দেখি ভাইরাস ছড়ায় কেমন করে। ভাইরাস আক্রান্ত পিসিতে পেনড্রাইভ লাগালে ভাইরাসটি পেনড্রাইভে তার একটা কপি তৈরি করে। আর একটা autorun.inf ফাইল তৈরি করে দেয়। এই আক্রান্ত পেনড্রাইভটি অন্য পিসিতে লাগানোর পর এর সাথে জড়িত যেকোন "Event" ঘটলে (যেমন open বা explore করলে) autorun.inf ফাইলটি সক্রিয় হয়ে ভাইরাসটিকে Execute করে দেয়। তার মানে কোনভাবে এই autorun.inf ফাইলকে

T@NB!R 01738359555
তৈরি হতে দেয়া না হলে, ভাইরাস পেনড্রাইভে থাকলেও Execute করবে না।

এখন সমাধান হল আগে থেকে আপনি আপনার পেনড্রাইভে একটা autorun.inf নামে "ফোল্ডার" (ফাইল নয়) তৈরি করে রাখুন। তাহলেই তাকে রিপ্লেস করে আক্রান্ত পিসির ভাইরাসটি নিজস্ব autorun.inf ফাইল তৈরি করতে পারবে না। কারণ, বেশিরভাগ ভাইরাস নির্মাতারা এই বিদঘুটে সমভাবনাটা এড়িয়েই যান।

২. সবসময় সিস্টেম ফাইল Show করুন

ভাইরাসের এক্সিকিউটেবল (*.exe) ফাইলগুলোর Attibute হয় সাধারনত Hidden এবং System File যা সাধারনত **Show** করা থাকে না। তাই আপনি বুঝতেও পারেননা আপনার পেনড্রাইভে ভাইরাস আছে কিনা। এধরনের ফাইল চিহ্নিত করতে Tools মেনু থেকে Folder Options এ গিয়ে View ট্যাব থেকে Show Hidden Files and Folders রেডিও বাটন সিলেক্ট করুন। এবার ঠিক তার নিচের Hide Extensions for known File Types এবং Hide Protected Operating System Files লেখা দুটি চেকবক্স আনচেক করে Apply দিয়ে Ok করে বেরিয়ে আসুন।

এবারে পেনড্রাইভে সন্দেহজনক কোন Hidden এক্সিকিউটেবল (*.exe) ফাইল দেখলে ডিলিট করে দিন।

৩. Drive Letter টাইপ করে পেনড্রাইভ

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

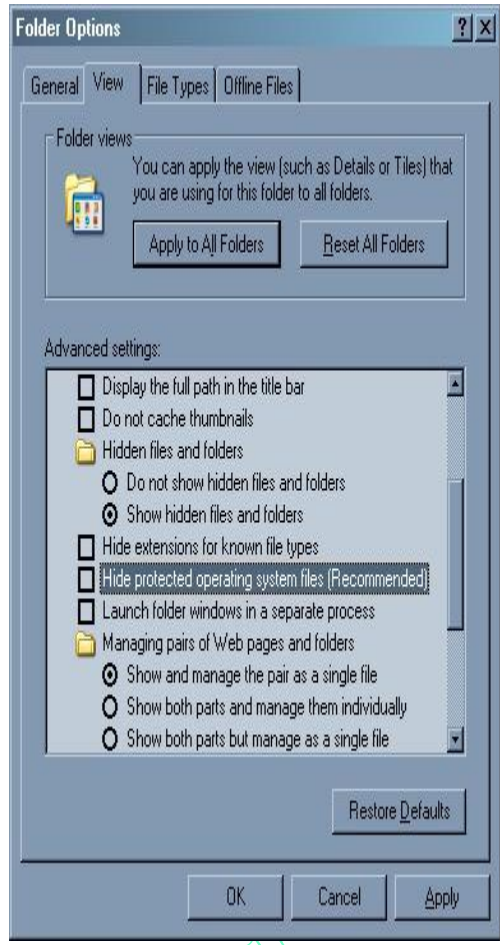
Folder Options
General
View
File Types
Offline Files
Folder views
You can apply the view (such as Details or Tiles) that you are using for this folder to all folders.
Apply to All Folders
Reset All Folders
Advanced settings:
Display the full path in the title bar
Do not cache thumbnails
Hidden files and folders
Do not show hidden files and folders
Show hidden files and folders
Hide extensions for known file types
Hide protected operating system files (Recommended)
Launch folder windows in a separate process
Managing pairs of Web pages and folders
Show and manage the pair as a single file
Show both parts and manage them individually
Show both parts but manage as a single file
Restore Defaults
OK
Cancel
Apply

খুলুন

T@NBJR 01

ভাইরাস আক্রান্ত বা সন্দেহজনক পেনড্রাইভ কখনোই ডাবলক্লিক করে অথবা রাইট বাটনে ক্লিক দিয়ে (Open বা Explore করে) খুলবেন না। Address Bar থেকে Drive Letter (যেমনঃ D:\ বা I:\) টাইপ করে খুলবেন। এতে ভাইরাস

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
থাকলেও তা আপনার পিসিকে আক্রান্ত করার সুযোগ পাবে না।

একইভাবে হার্ডডিস্কের অন্যান্য পার্টিশনে ভাইরাস থাকলে তা ডিলিট করুন এবং পিসি রিস্টার্ট দিন।

৪. স্টার্টআপ পরিষ্কার রাখুন

আপনার পিসি Boot করার পর যেসব প্রোগ্রাম লোড করে তা থাকে স্টার্টআপে। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলো ছাড়া অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোর চেকবক্স আনচেক করে দিন। এটি আপনি পাবেন উইন্ডোজের Run থেকে msconfig লিখে এন্টার দিলে যে ডায়ালগ বক্স আসবে তার Startup ট্যাব থেকে। এবারে পিসি রিস্টার্ট দিন।

৫. অপ্রয়োজনীয় Process দূর করুন

অনেকসময় ভাইরাস ফাইল চিহ্নিত করার পরেও তা ডিলিট করতে গেলে এরর দেয় বা “Access is Denied” দেখায়। এরকম হলে বুঝতে হবে ভাইরাস Process টি বর্তমানে Running অবস্থায় আছে যা আগে বন্ধ করতে হবে। আপনি Ctrl+Alt+Delete চেপে Task Manager থেকে প্রসেসটি বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন প্রসেসটি থাকে Hidden যা Task Manager এ Show করে না। এক্ষেত্রে আপনি HijackThis নামের সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারেন যা বেশ ভাল একটি Spyware

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

Remover।

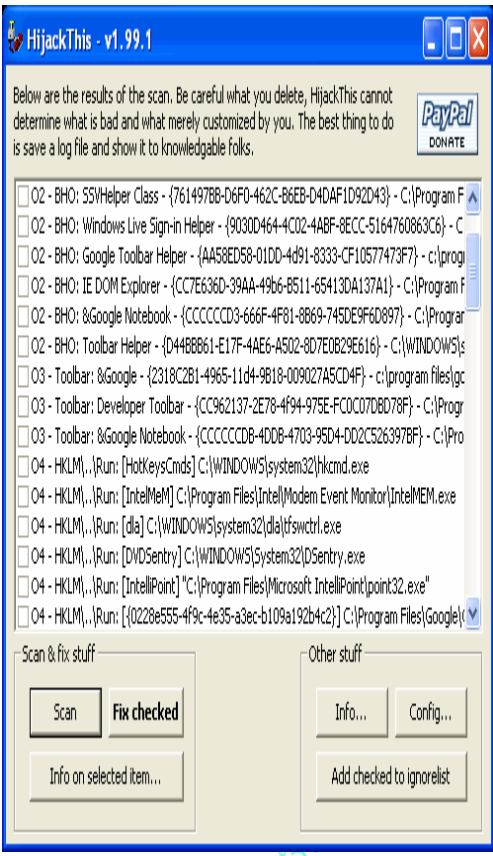
HijackThis - v1.99.1
Below are the results of the scan. Be careful what you delete, HijackThis cannot determine what is bad and what merely customized by you. The best thing to do is save a log file and show it to knowledgable folks.
PayPal DONATE
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program F
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\progr
O2 - BHO: IE DOM Explorer - {CC7E636D-39AA-49b6-B511-65413DA137A1} - C:\Program F
O2 - BHO: &Google Notebook - {CCCCCCD3-666F-4F81-8B69-745DE9F6D897} - C:\Prograr
O2 - BHO: Toolbar Helper - {D44BBB61-E17F-4AE6-A502-8D7E0B29E616} - C:\WINDOWS\s
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\gc
O3 - Toolbar: Developer Toolbar - {CC962137-2E78-4f94-975E-FC0C07DBD78F} - C:\Progr
O3 - Toolbar: &Google Notebook - {CCCCCCDB-4DDB-4703-95D4-DD2C526397BF} - C:\Pro
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelMeM] C:\Program Files\Intel\Modem Event Monitor\IntelMEM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint32.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\
Scan & fix stuff
Scan
Fix checked
Info on selected item...
Other stuff
Info...
Config...
Add checked to ignorelist

টি আপনি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন

এখানে Download

। HijackThis স্টার্ট করে Scan করে তৈরি করা লগ ফাইলটি http://www.hijackthis.de/ এই সার্ভিসের মাধ্যমে সাবমিট করে কোন প্রোগ্রামের প্রসেস কিরকম বা রেটিং জেনে আপনি অনায়াসে Hidden Process গুলো দূর করতে পারবেন।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555

৬. দূর করুন সাধারণ ভাইরাস সমস্যা

পেন ড্রাইভের মাধমে যে ভাইরাস গুলো ধরে সেগুলো সাধারণ কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে এই যেমন Disk Access নষ্ট করা, Folder Option Access নষ্ট করা ইত্যাদি। **ডিস্ক হিল** ব্যবহার করে খুব সহজেই এইসব সমস্যার সমাধান করা যায়।

(ক) ভালো ভাবে কাজে লাগান আপনার টাস্কবারকে।

যখন কয়েকটি প্রোগ্রাম ওপেন থাকে, তখন উইন্ডোজ টাস্কবারে প্রোগ্রামগুলোর সিম্বল প্রতিটি স্বতন্ত্র অবজেক্ট দেখা যায় বা বোঝা যায়। তবে ওই আইকনগুলোর জন্য ন্যূনতম ভ্যালু ব্যবহার হয়। রেজিস্ট্রিতি ভ্যালুর সাইজ মডিফাই করে বাটনের নাইজ পরিবর্তন করতে পারবেন।

* এজন্য Run এ গিয়ে Regedit টাইপ করে ওকে তে ক্লিক করুন।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

* রেজিস্ট্রি এডিটরে ‘HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/WindowsMetrics’ কীতে নেভিগেট করুন।

* এবার উইন্ডোর ডান প্যানে ‘MinWidth’ ক্যারেক্টার স্ট্রিং সার্চ করুন। যদি এন্ট্রি না থাকে তাহলে Edit>New>Character String কমান্ডের মাধ্যমে তৈরি করুন।

*এডিট করার জন্য নতুন এন্ট্রিতে ডবল ক্লিক করুন।

* পরবর্তী ডায়াল বক্সে কাঙ্খিত ন্যূনতম সাইজ পিক্সেলে এন্টার করুন।

* ন্যূনতম সাইজ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, কেননা উইন্ডোজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবসময় টাস্কবারের ফ্রি স্পেস অনুযায়ী আইকনের সাইজ কমিয়ে দেয়। সেট ভ্যালু ব্যবহার হয় তখন, যখন ফ্রি স্পেস ভ্যালু এই মানের সমান বা কম হয়। যেমন ১০০০ এন্টার করে ওকে করুন।

(খ) দ্রুতগতিতে সিস্টেম লগইন করা

পাসওয়ার্ডসহ কয়েকটি ইউজার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে গেলে উইন্ডোজ বুটিঙ প্রসেসের জন্যও একটি পাসওয়ার্ড চায়। তবে এটি কখনো কখনো আমাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হতে পারে।

এক্ষত্রে রেজিষ্ট্রি এন্ট্রি ব্যবহার করে লগ-ইন প্রসেসকে স্বয়ংক্রিয় করতে পারেন। এজন্য নিচের প্রক্রিয়া টি ফলো করতে হবে।

* এজন্য Run এ গিয়ে Regedit টাইপ করে ওকে তে ক্লিক করুন।

*এবার ‘HKEY_LOCAL_MACHIN\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon’ রেজিষ্ট্রি কীতে নেভিগেট করুন।

* ‘AllDefaultUserName’ এন্ট্রি ওপেন করুন, যেহেতু এই ভ্যালুতে রয়েছে কাঙ্খিত ইউজার অ্যাকাউন্ট যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ-ইনের জন্য দরকার।

* এবার Edit>New>Character String-এ ক্লিক করুন এবং ‘AutoAdminLogon’ এন্ট্রি তৈরি করে ডবল ক্লিক করুন।

* ভ্যালুকে ‘1″ এ সেট করুন। পরবর্তী পর্যায়ে ক্যারেক্টার স্ট্রিং ‘DefaultPassword’ তৈরি করুন এবং Value হিসেবে অ্যাসাইন করুন ইউজার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড।

(গ) আইকনের সাইজ পরিবর্তন করুন

আইউন্ডোজ ভিসতায় দ্রুতগতিতে আইকন সাইজ পরিবর্তন করতে পারেন Ctrl কী চেপে মাউস হুইলক সামনে-পেছনে মুভ করিয়ে।

(ঘ) কমান্ড লিস্ট ডিসপ্লে করা

উইন্ডোজ ভিসতায় অথবা সেভেনে দ্রুতগতিতে কমান্ড লিস্ট প্রদর্শন করা যায়-কমান্ড প্রম্পটে F7 কী চাপুন পূর্বের দেয়া কমান্ড লিস্টের জন্য।

TANBIR 01738359555
আশা করি এই রকম আরোও অনেক ছোট বড় টিপস আগামী পর্বে দেখাবো।

Deep Freeze স্যাফটওয়্যার এবং এর পরিপূর্ন ব্যবহার সম্পর্কে জানুন

Deep Freeze একটি সফটওয়্যার যেটা ইনস্টল করার মাধ্যমে আপনি আপনার কম্পিউটারের যাবতীয় ফাইল পুনরায় আগের মত দেখতে পাবেন মানে কোন কিছুই পরিবর্তন হবে না। এর ফলে আমরা অনাকাঙ্খিত ভাইরাস থেকেও মুক্তি পাবেন।

এর সুবিধাসমূহঃ

১. ভাইরাস থেকে c ড্রাইভ সম্পূর্নভাবে নিরাপদ থাকবে। মানে সিস্টেম ফাইলগুলো ভাইরাস থেকে মুক্তি পাবে।

২. অন্য কেউ আপনার কম্পিউটারে অনাকাঙ্খিত ফাইল প্রবেশ বা ডিলেট করতে পারবে না।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

ইনস্টল করার পদ্ধতিঃ

প্রথমেই আপনাকে এখান থেকে সফটওয়ারটি ডাউনলোড করতে হবে। তারপর আপনি এটি ইনস্টল করুন। এখানে যদি আপনি চান যে আপনার হার্ডডিস্কের সকল ড্রাইল এই সফটওয়ার এর অধীনে রাখবেন তাহলে সকল ড্রাইভ সিলেক্ট করাই থাকবে শুধু ইনস্টল করে নিন। সকল ড্রাইভ করলে আপনি অসুবিধায় পরতে পারেন মানে যখন আপনি কিছু কপি করে রাখবেন তা Restart কদেয়ার পরপরই চলে যাবে। তাই সবচেয়ে ভাল হয় আপনি শুধু C ড্রাইভটি ক্লিক করুন ।যাতে C ড্রাইভের অবান্চিত ফাইলগুলো পরে যায়। ইনস্টল হওয়ার পরপরই এটা সয়ংক্রিয়ভাবে Restart নিবে। পরে কম্পিউটার চালু হলে yes ক্লিক করুন। অথবা deep freeze এর ট্রাই আইকনে Shift চেপে ডাবল ক্লিক করুন এবং পাসওয়ার্ড দিন। যাতে অন্যকেউ তা আনইনস্টল করতে না পারে। ইনস্টল করা খুবই সহজ।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555

সাধারন সফটওয়্যার এর মতই এটি ইনস্টল করতে হবে।

আনইনস্টল করার পদ্ধতিঃ

Deep Freeze সফটওয়্যারটা সম্পর্কে অনেকেই জানেন। এটা আপনার সিস্টেমকে ফিজ করে দেয় ফলে সিস্টেমের যে কোন পরিবর্তন রিস্টার্ট করার সাথে সাথে আগের মত হয়ে যায়। বিভিন্ন সাইটে এটার রিভিউ পড়ে অনেকেই পিসিতে Deep Freeze ইনস্টল করেন। এবং এর পরেই শুরু হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। কারণ বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই এটার আনইনস্টলের পদ্ধতি জানেন না। সর্বোপরি সফটওয়্যারটি ও তেমন ইউজার ফ্রেন্ডলী না। ফলে অনেকেই শেষ পর্যন্ত পিসি ফরম্যাট করে দিতে বাধ্য হন। তাই Deep Freeze আনইনস্টল করা নিয়েই এই লেখা।

Deep Freeze আনইনস্টল করতে গেলে প্রথমে একে ডিসেবল করতে হয়। অন্যথায় আনইনস্টল হবে না। তাই প্রথমে নিচের পদ্ধতিতে Deep Freeze ডিসেবল করুন:

১. কিবোর্ডের Shift কি চেপে ধরে সিস্টেম ট্রে তে Deep Freeze এর আইকনে ডাবল ক্লিক করুন। অথবা CTRL+ALT+SHIFT+F6 একসাথে চাপলে ও হবে।
২. যদি আপনি পাসওয়ার্ড সেট করে থাকেন তাহলে পাসওয়ার্ড লিখে OK ক্লিক করুন। আর পাসওয়ার্ড সেট না করলে কোন কিছু না লিখে শুধু OK ক্লিক করুন।
৩. Deep Freeze চালু হবে। Boot Control ট্যাবে Boot Thawed সিলেক্ট করে Apply and Reboot ক্লিক করুন। OK -> Yes ক্লিক করুন। পিসি রিবুট হবে।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

এবার আপনি Deep Freeze আনইনস্টল করতে পারবেন। এজন্য আপনি Deep Freeze এর সেটাপটি আবার চালু করুন। Uninstall -> OK to Uninstall -> Finish ক্লিক করুন। পিসি রিবুট না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

আপনি এখন Deep Freeze মুক্ত!!!

deep freeze সফটওয়ারটি যেহেতু Add or Remove অপশনে পাওয়া যায় না এবং স্টার্টআপ অপশনেও খুজে পাওয়া যাবে না। তাই এটি প্রথম আপনাকে ডিসেবল করতে হবে। এটি আনইনস্টল করতে হলে আপনাকে deep freeze এর ট্রাই আইকনে Shift চেপে ডাবল ক্লিক করতে হবে। এরপর আপনার দেয়া পাসওয়ার্ডটি দিন।

Boot Thawed অপশনটি ক্লিক করে Restart দিন। এরপর আপনাকে deep freeze ইনস্টল করার সফটওয়ারটি ডাবলক্লিক করতে হবে। পরেই তা আনইনস্টল হওয়া শুরু করবে।

<u>এর সিরিয়াল নম্বর হলঃ</u>

NKQ7KD4E-MTRZ4606-6NTTCAFX-Z4APSWN4-ZS65BM43

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

TANBIR 01738359555

আপনার পিসির ৩০% গতি বৃদ্ধি করুন অপ্রয়োজনীয় সার্ভিস বন্ধ করে।

বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম

উইন্ডোজ এক্সপি স্ট্রাট হওয়ার সময় এমন কিছু কিছু সার্ভিস অটোম্যাটিক্যালি স্ট্রাট হয়ে যায় যেগুলো আমাদের অনেকেরই কাজে লাগে না। আবার এমন সার্ভিসও আছে যেগুলো ছাড়া আমাদের কম্পিউটার একেবারেই অচল। আর এটা স্বাভাবিক কথা যে যদি সার্ভিস বন্ধ থাকে তাহলে উইন্ডোজের উপর চাপ কমে যায় এবং গতি বৃদ্ধি পায়। তবে এখন বর্ণনা সহ আমি আপনাদের কিছু সার্ভিসের কথা বলছি যেগুলো কাজ কি এবং বন্ধ করলে আপনাদের কোন সমস্য হবে কি না। আর হ্যা একটা বিষয় কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন প্রয়োজনীয় কোন সার্ভিস বন্ধ হয়না। আমাদের টিউনারদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাদের বিষয়টি জানা। তাদেরকে বলি, কোন ভুল থাকলে সংশোধন করে দিবেন।

যেভাবে বন্ধ করবেন

যায়হোক আগে কিভাবে সার্ভিস বন্ধ করবেন সেটা জানায়। যে কোন সার্ভিস বন্ধ করার জন্য আপনাকে প্রথমে যেতে হবে সার্ভিস ম্যানেজারে।

সার্ভিস ম্যনেজার এ যাওয়ার জন্য Start -> Run এ services.msc লিখে এন্টার দিন। এখন যে সার্ভিসটি বন্ধ করতে চান সেই সার্ভিসের উপর ডাবল ক্লিক করুন। Startup Type: Disabled নির্বাচন করে Apply দিন। ব্যাস আপনার সার্ভিসটি বন্ধ।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

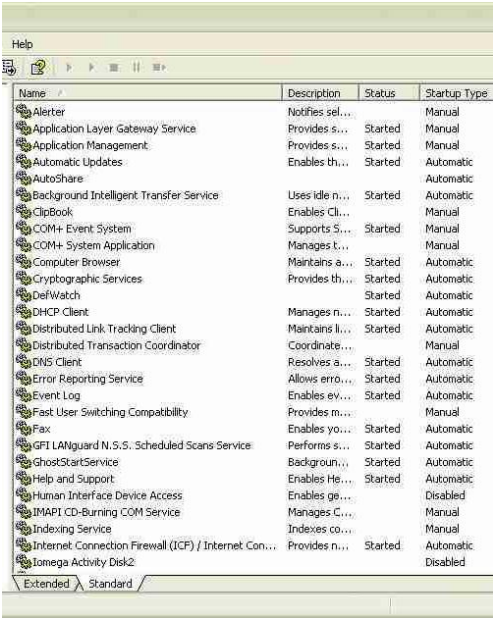

অথবা Start -> Run এ **msconfig**

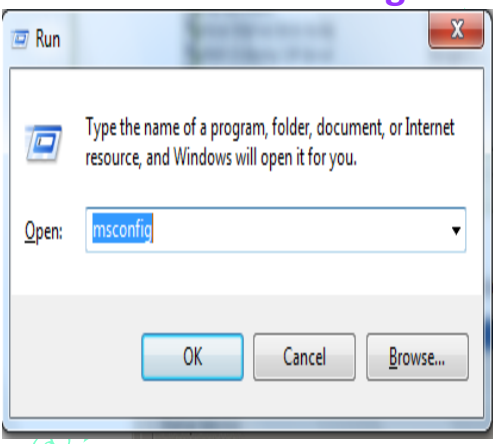

লিখে এন্টার করুন, **services** ট্যাবে যেয়ে কাঙ্খিত সার্ভিসকে আনচেক করে এ্যপ্লাই করুন এবং রিস্ট্রাট দিন।

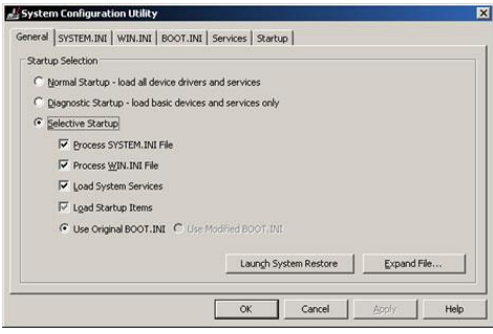

অপ্রয়োজনীয় কিছু সার্ভিস

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

Error Reporting Service: Error Reporting Service এমন একটা সার্ভিস যেটার মাধ্যমে উইন্ডোজের কোন ভুল হলে মাইক্রোসফট এর ওয়েব সাইটে সেই ভুলটা সেন্ড হয়ে যায় এবং তারা ব্যবস্থা নেই। যাদের পিসিতে ইন্টারনেট সংযোগ নেই তারা এই সার্ভিসটি বন্ধ করে দিতে পারেন। কারণ যাদের ইন্টারনেট সংযোগ নেই তাদের Error Report sending এর কোন কাজেই আসেনা।

Automatic Updates:এই সার্ভিসের কাজ হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাইক্রোসফটের সার্ভার থেকে অপারেটিং সিস্টেম কে সব সময় আপ টু ডেট রাখা। আপনার পিসি যদি ইন্টারনেটে সংযুক্ত না থাকে তাহলে এটার কোন কাজ নেই। যাদের পিসিতে ইন্টারনেট সংযোগ নেই তারা এই সার্ভিসটি বন্ধ করে দিতে পারেন।

Wireless Zero Configuration: ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী ছাড়া বাকি সবাই বন্ধ করে দিন।

Windows Image Acquisition: পিসির সাথে স্ক্যানার না থাকলে প্রয়োজন নেই।

Remote Registry: আপনার পিসিতে Remote Registry চালু থাকলে বন্ধ করে দিতে পারেন।

System Restore Service: বর্তমানে অনেক রিকোভারী সফটওয়ার আছে। ফলে System Restore Service এর কোন দরকারই পরে না।

Themes: যারা শুধু কম্পিউটারকে কাজ করাতে চান সৌন্দর্য্যের কোন দরকারেই ফেলেন না তারা এই সার্ভিস বন্ধ করে দিতে পারেন। এটা করলে উইন্ডোজ ক্লাসিক এর মত হয়ে যাবে।

Print Spooler: এটা সাধারণত প্রিন্টের জন্য ব্যবহার করা হয়। যাদের পিসিতে প্রিন্টার নেই তারা এই সার্ভিস বন্ধ করে দিতে পারেন।

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

Messenger: এখন প্রায়ই যাদের ইন্টারনেট আছে তারা ইয়াহু ম্যাসেন্জার ব্যবহার করেন। যারা তাই করেন তাদের Messenger সার্ভিস চালু রাখার দরকার নেই।

Windows Firewall: আজ পর্যন্ত Windows Firewall কোন কাজে আসেনি। শুধু ঝামেলায় করেছে শেয়ারিংয়ে। সুতারাং নির্দীধায় এই সার্ভিস বন্ধ করতে পারেন।

Internet Connection Sharing: যাদের ইন্টারনেট আছে কিন্তু ল্যান ব্যবহার করেন না। তাদের জন্য এই সার্ভিসের কোন দরকারই পরে না। আর যাদের নেট নেই তারা তো বন্ধ করবেনই।

Help and Support: আর কেউ কি করে যানিনা। তবে আমি Help and Support থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি। তবে যারা পাননি তারা তো এমনিতেই এটার উপর রেগে আছেন। যদি তাই হয় বন্ধ করে দিন।

IMAPI CD-Burning COM: সিডিরোম বিহীন পিসি কমই দেখা যায়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এটা কাদের জন্য। যাদের সিডিরোম নেই তারা এটা বন্ধ করতে পারেন।

Event Log: এটার ব্যবহার অনেকেই জানেন না। যারা জানেন না তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। কেউ জানলে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন প্লিজ।

এছাড়াও আপনি c-cleaner, registry cleaner ইত্যাদি সফটওয়ার দিয়ে আপনার কম্পিউটারের আবর্জনা পরিষ্কার করে পিসিকে ১০০% পরিষ্কার রাখতে পারেন।

Tanbir Ahmad Razib

Email:tanbir_cox@yahoo.com
web: http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555
Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//
E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com
Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)

Web Site :: http://tanbir.99k.org

T@NBJR 01738-359 555